ঘরে-বাইরে 7 ইরাকের প্রধানমন্ত্রী বিয়ের...
ঝাড়খন্ড 5 অভিনয় জগতে উজ্জ্বল ...
সম্পাদকীয় 4 অভিবাসন ইস্যুতে জার্মানির.
ধর্ষণের শিকার কিশোরীর....

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>342 >>12 Ashwin 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩৪২ >> << ১২ই, আশ্বিণ ১৪৩০>>

আফ্রিকাতে প্রথম সফর সম্পন্ন করলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

লুয়ান্ডা ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন পেন্টাগন প্রধান হিসেবে আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে তার প্রথম সফর শেষ করে বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রে ফিরেছেন। আফ্রিকা মহাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান সামরিক ঘাঁটি জিবুতি থেকে অস্টিন তার সফর শুরু করেছিলেন। সেখানে তিনি জিবুতিয়ান নেতাদের এবং সোমালিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অস্টিন বলেন সোমালিয়ার প্রেসিডেন্টের বাহিনী গত বছর আল শাবাব সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আগের পাঁচ বছরের সামগ্রিক অগ্রগতির চেয়ে বেশি অগ্রগতি করেছে। অস্টিন তারপর কেনিয়ায় যান, সোমালি সীমান্তের কাছে মান্দা বেতে একটি ঘাঁটি পরিদর্শন করেন। সেখানে ২০২০ সালে এক সন্ত্রাসী হামলায় তিনজন আমেরিকান নিহত হয়েছিল। আমেরিকা এবং কেনিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তাদের অভিন্ন সন্ত্রাসী হুমকির বিরুদ্ধে একসাথে কাজ করতে সহায়তা করার জন্য পাঁচ বছরের একটি নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। গ্যাং সহিংসতা মোকাবিলায় কেনিয়া হাইতিতে একটি বহুজাতিক শান্তিরক্ষা মিশনের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য প্রস্তুত।

বাজার দর
SENSEX : 65828.41 +320.09
NIFTY : 19638.30 +114.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .37 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .39 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

ইউক্রেনের বাহিনী 'ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে', বললেন স্টলটেনবার্গ

নিউ ইয়র্ক ঃ বৃহস্পতিবার নেটোর মহাসচিব জেন্স স্টলটেনবার্গ বলেন, ইউক্রেনের বাহিনী ভয়ংকর লড়াইয়ের মুখেও ধীরে ধীরে জয়লাভ করছে। তিনি মিত্রদেরকে ক্রমাগতভাবে আরও সহায়তা প্রদান,প্রতিরক্ষা উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ইউক্রেনে অস্ত্র সরবরাহের গতি বাড়াতে অনুরোধ করছেন। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকির সাথে কথা বলার সময় স্টলটেনবার্গ বলেন, ইউক্রেনের প্রধান গোলাবারুদের জন্য নেটোর আড়াইশো কোটি ডলারের পরিকাঠামো বিষয়ক চুক্তি রয়েছে। স্টলটেনবার্গ বলেন, যুদ্ধ জয়ের জন্য ইউক্রেনের যা প্রয়োজন তা প্রদান করা হলো নেটোর নিরাপত্তার স্বার্থ। বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী বলেছে, তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ৪৪টি শাহেদ ড্রোনের মধ্যে ৩৪টিকে ভূপাতিত করেছে। এগুলো রাশিয়া রাতভর ইউক্রেন আক্রমণে ব্যবহার করেছিল। হামলার লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে মাইকোলাইভ, ওডেসা এবং কিরোভোহরাদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ওডেসার আঞ্চলিক গভর্নর ওলেহ কিপার টেলিগ্রামে বলেন,সেখানে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তিনি বলেন,সেখানে কোনো ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনা ঘটেনি, ভূপাতিত হওয়া ধ্বংসাবশেষ থেকে কয়েকটি ছোট জায়গায় আগুন ধরেছে। বুধবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি তার রাতের ভাষণে বলেন, তার দেশের যোদ্ধাদের রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র, শাহেদ এবং অন্যান্য যুদ্ধ ড্রোন, সেইসাথে রুশ বিমান ধ্বংস করার জন্য আরও অস্ত্র প্রয়োজন। বুধবার ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র বলেন, জুনে অল্প সময়ের বিদ্রোহের পরে বেলারুশে পালিয়ে যাওয়ার আগে প্রায় ৫০০ ওয়াগনার ভাড়াটে সৈন্য ইউক্রেনে রাশিয়ার সেনাদের সাথে যুদ্ধ করেছিল। তারা এখন আবার কিয়েভের বাহিনীর সাথে লড়াই করার জন্য ফ্রন্ট লাইনে ফিরে এসেছে। ওয়াগনারের প্রতিষ্ঠাতা ইয়েভগানি প্রিগোজিন গত মাসে রাশিয়ায় একটি বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। এর ফলে তার বাহিনীর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু সম্ভবত ছয় হাজারের মতো সেনা তিন মাস ধরে বেলারুশে ছিল। অন্যদের আফ্রিকায় মোতায়েন করা হয়েছিল। সেখানেও ওয়াগনারের চলমান অপারেশন ছিল। ইউক্রেনের ইস্টার্ন গ্রুপিং অফ ফোর্সেস এর মুখপাত্র ইলিয়া ইয়েভলাশ ইউক্রেনীয় সম্প্রচারকারী আরবিসি ইউক্রেনকে বলেন, এখন প্রায় ৫০০ ওয়াগনার সেনা ইউক্রেনে রাশিয়ার পক্ষে আবার যুদ্ধ শুরু করেছে। তিনি বলেন,রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ফেরত আসা ভাড়াটে সেনাদের সাথে চুক্তি নবায়ন করেছে।

নাগর্নো কারাবাখ ছেড়ে পালাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ

আর্মেনিয়া ঃ আর্মেনিয়া সীমান্ত ভরে গেছে উদ্বাস্তু মানুষের ভিড়ে। সব ছেড়ে তারা নাগর্নো কারাবাখ থেকে পালিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার আজারবাইজান ঘোষণা করেছে রিপাবলিক অফ নাগর্নোকারাবাখ আর থাকবে না। রিপাবলিকের প্রধানকে গ্রেপ্তার করে গোপন বন্দিশিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জেলে তার ছবিও প্রকাশ করেছে আজারবাইজান। তারপরেই এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। যার অর্থ নাগর্নো কারাবাখ মিশে যাবে আজারবাইজানের সঙ্গে। বস্তুত, এর আগে গত ১৯ সেপ্টেম্বর আজারবাইজানের সেনা নাগর্নো কারাবাখে অভিযান চালায়।

গত এক সপ্তাহ ধরেই নাগর্নো কারাবাখের আর্মেনিয়ান মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে পালাচ্ছিলেন। বৃহস্পতিবারের ঘোষণার পর কেউ আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেননি। হাতের কাছে যা পেয়েছেন সঙ্গে নিয়ে তারা আর্মেনিয়ার পথে রওনা হয়েছেন। হাজার হাজার মানুষের ঢল নেমেছে আর্মেনিয়ার সীমান্তে। সেখানে সরকারের তরফে চারটি সাদা তাঁবু লাগানো হয়েছে। সেখানে রেজিস্ট্রেশন করে এবং হেলথ চেকআপ করে আর্মেনিয়ায় ঢুকতে পারছেন উদ্বাস্তুরা। ট্রাক, ট্রাক্টর, গাড়ি, বাস যে যা পেয়েছেন তাই নিয়েই চলে এসেছেন আর্মেনিয়ার সীমান্তে। প্রায় এক লাখ ২০ হাজার আর্মেনিয়ান নাগর্নো কারাবাখে থাকতেন। তারমধ্যে অন্তত ৬৫ হাজার মানুষ ইতিমধ্যেই পালিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। বেশ কিছু মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আজারবাইজানের সেনা এবং রাশিয়ার শান্তিরক্ষা বাহিনীর হাতে তারা খুন হয়েছেন বলে কেউ কেউ মনে করছেন।

এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি উদ্বাস্তু পৌঁছেছেন দক্ষিণ আর্মেনিয়ার গরিস শহরে। সেখানে পৌঁছে ডিডাব্লিউয়ের রিপোর্টারকে কেউ কেউ জানিয়েছেন, ২৪ ঘণ্টা ধরে না খেয়ে সেখানে পৌঁছেছেন তারা। এক বোতল জল পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারেননি তারা।

অধিকাংশ উদ্বাস্তু সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন না। তাদের চোখে মুখে আতঙ্ক। অনেকেই দোষ দিচ্ছেন রাশিয়ার শান্তিরক্ষা বাহিনীকে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনকেও দোষারোপ করছেন অনেকে। তার মধ্যস্থতাতেই এই ঘটনা ঘটলো বলে তাদের দাবি। কেউ কেউ আবার শান্তিরক্ষা বাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাদের নিরাপদে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

নাগর্নো কারাবাখের বেশ কিছু অঞ্চলে আজারবাইজানের সেনা ঢুকে পড়েছে বলে জানা গেছে। বস্তুত, কিছুদিন আগেই এই অঞ্চল নিয়ে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ হয়েছিল। শেষপর্যন্ত রাশিয়া এবং তুরস্কের মধ্যস্থতায় তাদের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি সই হয়েছিল। এবার নাগর্নো কারাবাখ পুনর্দখলের ঘোষণা দিল আজারবাইজান। স্থানীয় অনেকেই মনে করছেন, আরো বড় যুদ্ধ শুরু হতে পারে। ফলে উদ্বাস্তুদের অনেকেই আর্মেনিয়ায় থাকতে চাইছেন, আর্মেনিয়া ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন তারা।

ইরানকে কূটনীতির জন্য জায়গা তৈরি করতে হলে 'উত্তেজনা হ্রাসকারী' পদক্ষেপ নিতে হবে ঃ যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক ঃ মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রক বলেছে, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ)-এর সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কূটনীতির ক্ষেত্র তৈরি করতে চাইলে ইরানকে অবশ্যই তার পারমাণবিক কর্মসূচিতে উত্তেজনা হ্রাসকারী পদক্ষেপ নিতে হবে। একটি ব্রিফিং এ মুখপাত্র ম্যাট মিলারের এমন মন্তব্য সাম্প্রতিক দিনগুলোতে দ্বিতীয়বারের মতো ছিল।যুক্তরাষ্ট্র তেহরানের পারমাণবিক কার্যকলাপের ওপর জাতিসংঘের পরমাণু পর্যবেক্ষণ সংস্থার তদারকিকে বাধাগ্রস্ত করে দেশটিতে নিযুক্ত একাধিক আইএইএ পরিদর্শককে বাধা দেয়ার সিদ্ধান্তের জন্য ইরানের সমালোচনা করেছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং তার অনেক পশ্চিমা মিত্ররা আশঙ্কা করছে, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির একটি ঢাল হতে পারে। ইরান এ ধরনের কার্যক্রমের কথা অস্বীকার করেছে। মিলার বলেন, ইরান যদি উত্তেজনা হ্রাস করতে চায় এবং কূটনীতির জন্য একটি জায়গা তৈরি করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই উত্তেজনা হ্রাসকারী পদক্ষেপ নিতে হবে। মিলার বলেন, তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক না কেন ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির সাথে সম্পর্কিত যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনার নবায়নে সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে কথা বলছেন। তিনি এর বিস্তারিত বিবরণ দেননি। আইএইএ ২০১৫ সালের ইরান পারমাণবিক চুক্তির ক্ষেত্রে ইরানের সম্মতি যাচাই করার জন্য দায়ী ছিল।এর অধীনে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞাগুলো শিথিল করার বিনিময়ে তেহরান তার পারমাণবিক কর্মসূচী স্থগিত করেছিল। ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প সেই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসেন। চুক্তিটি পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা এক বছর আগে ভেঙে যায়। ওয়াশিংটন তেহরানকে তার কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য নতুন একটি উপায় অনুসন্ধান করছে।

জয়শঙ্কর ব্লিংকেন আলোচনায় ক্যানাডা প্রসঙ্গ উঠলো?

ওয়াশিংটন ঃ সম্প্রতি খালিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকে কেন্দ্র করে ভারত ও ক্যানাডার সম্পর্ক খুবই খারাপ হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই বৈঠক বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে। তবে ক্যানাডা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছে কি না, হলে কী আলোচনা হয়েছে তা ব্লিংকেন বা জয়শঙ্কর কিছু জানাননি।

তারা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু নিজেদের কথা বলেছেন মাত্র। কোনো প্রশ্ন নেননি। সাংবাদিকরা ক্যানাডা নিয়ে প্রশ্ন করলেও ব্লিংকেন কোনো জবাব দেননি।

জয়শঙ্কর বলেছেন, ''আবার অ্যামেরিকা আসতে পেরে খুশি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীও কিছুদিন আগে এসেছিলেন। অ্যামেরিকা যেভাবে জি২০ বৈঠকে আমাদের সাহায্য করেছে, তাতে আমরা খুবই আনন্দিত।''

ব্লিংকেন জানিয়েছেন, ''জি২০, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সাইডলাইনে ভারতের সঙ্গে খুবই ভালো আলোচনা হয়েছে।''

বৈঠকের পর এক্স হ্যান্ডেলে জয়শঙ্কর বলেছেন, ''আমার বন্ধু ব্লিংকেনের সঙ্গে বৈঠক করে খুবই ভালো লাগছে। প্রচুর বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী জুন মাসে যে মার্কিন সফর করেছিলেন, তার ফলো আপ হয়েছে। তাছাড়া বিশ্বে এখন যে ঘটনা ঘটছে, তা নিয়েও আমরা মতবিনিময় করেছি। আর আসন্ন টু প্লাস টু বৈঠক নিয়েও কথা হয়েছে।''

টু প্লাস টু ভারত ও অ্যামেরিকার পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা পর্যায়ের বৈঠক। দিল্লিতে এবার এই বৈঠক হবে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রও বলেছেন, ''এই বৈঠকে প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, ক্লিন এনার্জির মতো বিষয়গুলি নিয়ে কথা হবে।''

বোঝাপড়া

বর্ডার সেন্টারে শরণার্থীদের আরো বেশি সময়ের জন্য গৃহবন্দি রাখাও সম্ভব হবে

শরণার্থী সংকটের মাঝে বোঝাপড়ার পথে ইইউ

প্যারিস ঃ বৃহস্পতিবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা শরণার্থী সংকট সামলাতে চূড়ান্ত বোঝাপড়ায় পৌঁছাতে না পারলেও আগামী কয়েক দিনের মধ্যে সিদ্ধান্তের আশা বাড়ছে। নতুন আইন প্রণয়ন করে পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইছে ইইউ।

ইউরোপে শরণার্থীর ঢল সামলানোর ঝক্কি শুধু প্রবেশপথের দেশগুলির হাতে ছেড়ে দিয়ে যে নিশ্চিন্তে বসে থাকে যায় না, ইউরোীয় ইউনিয়নের বাকি দেশগুলিও সেই সত্য হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। কিন্তু শুধু নিজের ঘর সামলানোকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে হাঙ্গেরির মতো কিছু দেশের সরকার। সংকট সামলানোর সার্বিক সমাধানসূত্র হিসেবে শরণার্থীদের ন্যায্য বণ্টন অথবা শরণার্থী গ্রহণ না করার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে আর্থিক সহায়তার বিষয়ে সম্প্রতি নীতিগত ঐকমত্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সেই লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের পথে একের পর এক দেশের বাধা সম্মিলিত উদ্যোগের উপর কালো ছায়া ফেলছে। তবে শেষ মুহূর্তে মতার্থক্য দূর করে অনিয়মিত অভিবাসন সামলানোর প্রশ্নে সত্যি ঐকমত্য অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন ইইউ র স্বরাষ্ট্র বিষয়ক কমিশনর ইলভা ইয়োহান্সসন।

বৃহস্পতিবার ইইউ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে চূড়ান্ত ঐকমত্য সম্ভব না হলেও আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বকেয়া বিষয়গুলির নিষ্পত্তির পর সদস্য দেশগুলি আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেবে বলে ইয়োহান্সসন দাবি করেছেন। জার্মানি অতীতের আপত্তি তুলে নিয়ে 'ক্রাইসিস মেকানিজম' সংক্রান্ত প্রস্তাব মেনে নেওয়ার ফলে সেই পথ খুলে যাচ্ছে। তবে শেষ মুহূর্তে ইটালির বিলম্বের কারণে বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্ভব হয় নি বলে অভিযোগ উঠছে।

শরণার্থী সংকটের বিষয়টি জাতীয়, আঞ্চলিক ও ইউরোপীয় স্তরে ভোটারদের মনে চরম উদ্বেগ সৃষ্টি করায় ক্ষমতাসীন দলগুলি যত দ্রুত সম্ভব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। মূল স্রোতের রাজনৈতিক দলগুলি সক্রিয় পদক্ষেপ দেখিয়ে চরম দক্ষিণপন্থিদের অবস্থান দুর্বল করতে চাইছে। বিশেষ করে ২০২৪ সালে ইউরোপীয় পার্লামেঃট নির্বাচনের আগে হাতেনাতে ফল দেখাতে মরিয়া হয়ে উঠছেন শীর্ষ নেতারা। তবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে দ্রুত আইন প্রণয়ন করলেও বাস্তবে শরণার্থী সংকট কতটা সামাল দেওয়া সম্ভব হবে, সে বিষয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ সংশয় প্রকাশ করছেন। ইইউ র পরিকল্পনা মানবাধিকার লঙ্ঘন করবে বলেও অভিযোগ উঠছে। তবে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে চরম দক্ষিণপন্থি শক্তির হাত আরো শক্ত হলে শরণার্থী সংক্রান্ত নীতি আরো কড়া রূপ নেবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নতুন কাঠামোর আওতায় ইটালি ও গ্রিসের মতো দেশকে আর সব চাপ একাই সামলাতে হবে না। ইইউ র বাকি দেশগুলিও কিছু শরণার্থী গ্রহণ করবে অথবা তাদের আর্থিক ব্যয় বহন করবে। সেইসঙ্গে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন দ্রুত খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত জানানো হবে। আবেদন নাকচ হলে সেই শরণার্থীকে নিজের মূল দেশ অথবা ট্রানজিটের দেশে ফেরত পাঠানো যাবে। বর্ডার সেন্টারে শরণার্থীদের আরো বেশি সময়ের জন্য গৃহবন্দি রাখাও সম্ভব হবে। খুঁটিনাটী বিষয় নিয়ে জার্মানি ও অন্যান্য কিছু দেশের মধ্যে রফা হওয়ায় এই পরিকল্পনা বাস্তব রূপ নিতে চলেছে।

এবার মাত্র কুড়ি ঘন্টাতেই মালদা থেকে সরাসরি রাজধানী এক্সপ্রেসে পৌঁছে যাওয়া যাবে দিল্লি

মালদা ঃ এবার মাত্র কুড়ি ঘন্টাতেই মালদা থেকে সরাসরি রাজধানী এক্সপ্রেসে পৌঁছে যাওয়া যাবে দিল্লি। নতুন বছরের জানুয়ারি মাসেই মালদা টাউন স্টেশনের ওপর দিয়ে ছুটবে আনন্দ বিহার আগরতলা – দিল্লি রাজধানী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। আপাতত সপ্তাহে একদিন করেই চলবে এই রাজধানী এক্সপ্রেসটি। মালদা টাউন স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড়াবে ১০ মিনিট। এই ট্রেন মালদা দিয়ে যাওয়ার তিনমাস আগে থেকেই শুরু হয়ে গেল সংরক্ষিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরার টিকিট বিলির কর্মসূচি। রাজধানী এক্সপ্রেসের সবকটি কামরায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। সেখানে এসি কেবিন, কুপ, টু টিয়ার এবং থ্রিটিয়ারের সংরক্ষিত টিকিটের ব্যবস্থা রয়েছে।রবিবার সকালে মালদা টাউন স্টেশনে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনের সংরক্ষিত কামরা টিকিট বিলি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের ডিআরএম বিকাশ চৌবে, উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু, ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদার বিজেপি দলের বিধায়ক যথাক্রমে শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, গোপাল চন্দ্র সাহা প্রমুখ। এছাড়াও মালদা ডিভিশনের রেলের পদস্থ কর্তারাও উপস্থিত হয়েছিলেন।এদিন মালদা টাউন স্টেশনের এক নম্বর প্লাটফর্মের ভিআইপি রুমে ডিআরএম এবং সাংসদ, বিধায়কদের উপস্থিতিতে এই রাজধানী এক্সপ্রেস চলাচলের বিষয়ে ছোট্ট একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তারপরে মালদা টাউন স্টেশনের টিকিট কাউন্টার থেকে আগামী দিনের রাজধানীর এক্সপ্রেসের যাত্রা করার জন্য সাংসদ খগেন মুর্মু, বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী টিকিট কাটেন। এদিন থেকেই রাজধানী এক্সপ্রেসের টিকিট বিক্রির কাজ শুরু করে রেলের মালদা ডিভিশন কর্তৃপক্ষ।মালদা ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী বছর জানুয়ারি মাসে আগরতলা – দিল্লি আনন্দবিহার রাজধানী এক্সপ্রেস মালদার ওপর দিয়ে ছুটবে। মালদা টাউন স্টেশনে এই ট্রেনটি ১০ মিনিট দাঁড়াবে। ১৫ জানুয়ারি আগরতলা থেকে এই ট্রেনটি ছেড়ে পরের দিন ১৬ জানুয়ারি বিকাল ৪ টা ২৫ মিনিটে পৌঁছাবে মালদা টাউন স্টেশনে। ১০ মিনিট ট্রেনটি থামার পর দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিবে। ঠিক একইভাবে ১৭ই জানুয়ারি দিল্লি থেকে আগরতলাগামী এই রাজধানী এক্সপ্রেস ছাড়বে। সেটি পরের দিন ১৮ জানুয়ারি দুপুর তিনটায় মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছাবে এবং তিনটা দশ মিনিটে মালদা থেকে ছেড়ে আগারতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। মাত্র কুড়ি ঘন্টার মধ্যে রাজধানী এক্সপ্রেসের দিল্লি যাত্রায় সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ীদের পক্ষে অনেক সুবিধা হবে বলে জানিয়েছে মালদা ডিভিশনে রেল কর্তারা।পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের ডিআরএম বিকাশ চৌবে জানিয়েছেন, মালদাবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল এই টাউন স্টেশন দিয়ে যেন রাজধানী এক্সপ্রেস চলাচল করে। সবদিক তদারকি করে বিষয়টি রেলমন্ত্রকে কাছে জানানো হয়েছিল। এরপরই রেল মন্ত্রক থেকে আপাতত মালদায় সপ্তাহে একদিন করে রাজধানী এক্সপ্রেস চলাচলের সবুজ সংকেত দিয়েছে। ২০২৪ সালের ১৬ জানুয়ারি বিকেলে মালদা থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস দিল্লির উদ্দেশ্যে ছুটবে।বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী জানিয়েছেন, জেলাবাসীর স্বপ্নপূরণ হয়েছে । রেলমন্ত্রক মালদাবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছে। আমি এদিন নিজেও এই রাজধানী এক্সপ্রেসের টিকিট কেটেছি দিল্লি যাওয়ার জন্য। এদিন থেকে টিকিট বিক্রির কাজ শুরু করেছে রেলের মালদা ডিভিশন কর্তৃপক্ষ। এই ট্রেন চালু হয়ে যাওয়ার ফলে বাণিজিক ক্ষেত্রে অনেকটাই প্রসার ঘটবে। অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে দিল্লি।

শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবের উদ্যোগে এবং শিলিগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট ক্যারাম ২৯ অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ক্যারাম প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হল

শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবের উদ্যোগে এবং শিলিগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট ক্যারাম ২৯ অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ক্যারাম প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হল।শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবের সভাপতি মানস রঞ্জন ব্যানার্জি।এই প্রতিযোগিতা দুদিন ব্যাপী চলবে।খেলায় মোট ১২টি দল অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দলের জন্য মেমেন্টো ও প তি যো গি তা য় অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিশেষ পুরস্কার থাকছে।এদিনের প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট ক্যারাম ২৯ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিদ্ধার্থ বিশ্বাস, সম্পাদক সঞ্জীব ঘোষ, দুর্জয় ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

উন্নত প্রজাতির দেশী লাউ চাষ করে আত্মনির্ভরশীল হচ্ছেন মহিলারা

জলপাইগুড়ি ঃ নিজস্ব অল্প বিস্তর জমিতে বর্ষাকালীন উচ্চ ফলনশীল দেশী লাউ চাষ করে আর্থিক সঙ্গতির মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছেন চাষিরা। সেরকমই জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের কচুয়া কান্দিপাড়া এলাকার চাষী সখী সোনা সরকার তার নিজস্ব অল্প বিস্তর জমিতে উচ্চ ফলনশীল উন্নত প্রজাতির দেশী লাউ চাষ করেছেন। এবং স্বল্প খরচের দ্বারা এই দেশী লাউ চাষ করে বর্তমানে বাজারে বিক্রি করে অনেকটাই অর্থ সংগ্রহ করতে পারছেন। সখি সোনা সরকার বলেন তার নিজস্ব অল্প বিস্তর জমিতে এই লাউ চাষ করেছেন। তিনি আরো বলেন জৈব রাসায়নিক প্রয়োগে এবং সামান্য কীটনাশক প্রয়োগের ফলে তিনি ফলিয়ে তুলেছেন দেশী লাউ। যা বাজারে বিক্রি করে অনেকটাই আর্থিক স্বচ্ছলতার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করছেন তিনি। এছাড়াও শীতকালীন লাউ চাষের চাইতেও বর্ষাকালীন লাউ চাষে একদিকে যেমন বেশি ফলন পাওয়া যায় অন্যদিকে বাজারে বিক্রি করে অনেকটাই অর্থ সঞ্চয় করা যায় বলেও অভিমত প্রকাশ করলেন চাষী সখি সোনা সরকার।

বীরভূমে তৃনমূল কার্যালয় থেকে মুছল অনুব্রত মণ্ডলের ছবি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বীরভূম জেলার নানুরের হোসেনপুর গ্রামের তৃণমূল কার্যালয়ে বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডলের ছবি মুছে ফেলা হয়েছে । এই বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তৃনমূলকে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা । অনুপম হাজরা বলেন, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই । নানুরের কাজল শেখ এখন তৃণমূল চালাচ্ছে । অনুব্রত মণ্ডল যখন ফুল ফর্মে ছিলেন তখন কাজল শেখকে বসিয়ে রেখেছিলেন । তিহার জেলে যাওয়ার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুব্রত মণ্ডলকে মন থেকে মুছে ফেলেছেন । তৃনমূলে থেকে চুরি করে পার্টিকে দিলে ততদিন পার্টি পাশে থাকবে আর চুরি করে ধরা পড়ে জেলে গেলে পার্টি সরে যাবে । তৃণমূল জেলা সহসভাপতি মলয় মুখ্যাজী বলেন, কে কোন পঞ্চায়েত বা তৃণমূল কার্যালয়ে কার ছবি লাগাচ্ছে মুছে দিচ্ছে সেটা জানার কথা জেলার পক্ষে সম্ভব নয় । গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আপনাদের (সাংবাদিক) মনগড়া ।

পরিকাঠামোর উন্নয়নমূল কাজের জন্য

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কয়েকটি ট্রেন বাতিল, পথ পরিবর্তন ও সময় পুনর্নির্ধারণ

মালিগাঁও(সব্যসাচী দে) ঃ কাটিহার ডিভিশনের অধীনে আলুয়াবাড়ি রোড এবং মঙ্গুরজান ডাবল লাইন সেকশনে অটোমেটিক ব্লক সিগনালিং চালু করার জন্য আলুয়াবাড়ি রোড ও মঙ্গুরজানে নন ইন্টারলকিং ও প্রিনন ইন্টারলকিং কাজ এবং চাংসারি ও নিউ বঙ্গাইগাঁও স্টেশনের মধ্যে নির্মাণ ও টিআরডি ব্লকের পরিপ্রেক্ষিতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী কয়েকটি ট্রেনের চলাচল বাতিল, পথ পরিবর্তন ও সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

ট্রেনের বাতিলকরণ ঃ ০২ ও ৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৭১৯১৫৭২০ (কাটিহারশিলিগুড়ি জং.কাটিহার) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৫৪৬৪১৫৪৬৩ (শিলিগুড়ি জং.বালুরঘাটশিলিগুড়ি জং.) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ০৭৫০৭ (রাধিকাপুরশিলিগুড়ি জং.) ডেমু স্পেশাল এবং ট্রেন নং. ০৭৫১৯ (মালদা কোর্টশিলিগুড়ি জং.) ডেমু স্পেশাল বাতিল থাকবে। ০১ ও ০২ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৭৫২০ (শিলিগুড়ি জং.মালদা কোর্ট) ডেমু স্পেশাল ও ট্রেন নং. ০৭৫০৮ (শিলিগুড়ি জং.রাধিকাপুর) ডেমু স্পেশাল, ০২ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৭৫৪৩ (কাটিহারশিলিগুড়ি জং.) ডেমু স্পেশাল এবং ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৭৫৪৪ (শিলিগুড়ি জং.কাটিহার) ডেমু স্পেশাল বাতিল থাকবে। ৩০ সেপ্টেম্বর ও ০১ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৭৬৯১৫৭৭০ (আলিপুরদুয়ার জং. ¯ লামডিং ¯ আলিপুরদুয়ার জং) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেন নং. ১৫৭৫৩১৫৭৫৪ (আলিপুরদুয়ার জং. ¯ গুয়াহাটি ¯ আলিপুরদুয়ার জং.) শিফুঙ এক্সপ্রেস ও ট্রেন নং. ১৫৭২৮ (নিউ তিনসুকিয়া ¯ রঙিয়া) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৯২৭ (রঙিয়া ¯ নিউ তিনসুকিয়া) এক্সপ্রেস ও ট্রেন নং. ১৫৯৬৭ (রঙিয়া ¯ লিড়ু) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।**আলুয়াবাড়ি রোডরাঙাপানিনিউ জলপাইগুড়ি হয়ে ট্রেনের পথ পরিবর্তন** ঃ ০১ ও ০২ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৩১৪৯ (শিয়ালদহআলিপুরদুয়ার জং.) কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, ০১ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৪৮৪ (দিল্লিআলিপুরদুয়ার জং.) সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৩২৪৮ (রাজেন্দ্রনগর টার্মিনালকামাখ্যা) ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ০৫৬৭২ (রাঁচিগুয়াহাটি) স্পেশালএর পথ পরিবর্তন করা হয়েছে। **নিউ জলপাইগুড়িরাঙাপানিআলুয়াবাড়ি রোড হয়ে ট্রেনের পথ পরিবর্তন** ঃ ০২ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৩১৫০ (আলিপুরদুয়ার জং.শিয়ালদহ) কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৫৪৮৩ (আলিপুরদুয়ার জং.দিল্লি)সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ১৩২৪৫ (নিউ জলপাইগুড়িরাজেন্দ্রনগর টার্মিনাল) ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসএর পথ পরিবর্তন করা হয়েছে। **কামাখ্যা ¯ গোয়ালপাড়া টাউন ¯ নিউ বঙাইগাঁও হয়ে ট্রেনের পথ পরিবর্তন** ঃ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ২০৫০৩ (ডিব্রুগড় ¯ নিউ দিল্লি) রাজধানী এক্সপ্রেসএর পথ পরিবর্তন করা হয়েছে।

ট্রেনের সময় পুনর্নির্ধারণ ঃ ০২ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ট্রেন নং. ২০৫০৪ (নিউ দিল্লিডিব্রুগড়) রাজধানী এক্সপ্রেসটির রওনা দেওয়ার সময় ১১.২৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৪.০০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ট্রেন নং. ১২৫২৩ (নিউ জলপাইগুড়িনিউ দিল্লি) এক্সপ্রেসটির রওনা দেওয়ার সময় ০৮.১৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ১২.১৫ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ০২ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ট্রেন নং. ১৩২৪৮ (রাজেন্দ্রনগর টার্মিনালকামাখ্যা) ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসটির রওনা দেওয়ার সময় ২ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের ২৩.১৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের ০১.৩০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর ও ০১ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ট্রেন নং. ০৫৮০১ (নিউ বঙাইগাঁও ¯ গুয়াহাটি) প্যাসেঞ্জারটির রওনা দেওয়ার সময় ০৪.৪০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৬.১০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিজেপি নেত্রীর কাছে পাওয়া গেল নকল সোনার বাঁট

মালদা ঃ বিজেপি নেত্রীর কাছে পাওয়া গেল নকল সোনার বাঁট।নকল সোনার বাঁট উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য মালদা শহরের ঝলঝলিয়া এলাকায়। উদ্ধার একটি সোনার দোকানের রশিদ।শহরের ঝলঝলিয়া বাজার এলাকায় একটি সোনার দোকানে এক মহিলা সোনার বাঁট পরীক্ষা করাতে গেলে সেটিকে নকল বলে জানিয়ে দেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা।জানা গিয়েছে, ওই মহিলা বিনা সরকার কির্তনিয়া বিজেপির উত্তর মালদা কেন্দ্রের সহসভানেত্রী।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। তারা নকল সোনার বাঁট উদ্ধার করেন।ওই মহিলা জানিয়েছেন, কোন এক রিক্সাওয়ালা গোলাপি রঙের কাগজে মোড়া সোনার বাঁট দেখিয়ে প্রতারণার চেষ্টা করেন। এর সাথে একটি সোনার দোকানের রশিদ দেখায় ওই রিক্সাওয়ালা ।থানায় যাওয়ার কথা শুনে পালিয়ে যায় ওই রিক্সাওয়ালা। মহিলা ঝলঝলিয়া এলাকায় একটি সোনার দোকানে সেই বাঁট পরীক্ষা করালে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা সেটিকে নকল বলে জানিয়েছেন। তিনি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে রিক্সাওয়ালা কে সনাক্ত করার দাবি জানান।খবর পেয়ে ঝলঝলিয়া এলাকায় সোনার দোকানে পৌঁছান স্বর্ণ শিল্পী ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল সরকার। তিনি বলেন এর আগেও এই ধরনের প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে। নকল সোনার সঙ্গে একটি সোনার দোকানের রশিদ উদ্ধার হয়। তিনি পুলিশের কাছে আবেদন করেন এই ধরনের প্রতারণা যারা করার চেষ্টা করছে তাদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়ার।নকল সোনার বাট এবং রশিদ উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

কেশিয়াকোল গুলি কাণ্ডের কিনারা করলো পুলিশ

বাঁকুড়াঃ কেশিয়াকোল গুলি কাণ্ডের কিনারা করলো পুলিশ। আসানসোলদুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের সাহায্য নিয়ে ওই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে প্রতাপ দাস নামে বছর বাইশের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই খবর জানান জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারী।প্রসঙ্গত, গত ৫ সেপ্টেম্বর, দুপুরে বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন কেশিয়াকোলে দুই বাইক আরোহীর গুলিতে পশ্চিম বর্ধমানের এক তৃণমূল নেতা সহ তিন জন আহত হন। ঘটনার পর আততায়িরা এলাকা ছাড়ে। পরে পুলিশ একটি মোটর বাইক ও কাদা মাখা বন্দুক উদ্ধার করে।জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারী এদিন বলেন, অভিযুক্তের নামে ইতিমধ্যে বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে, এমনকি এই ঘটনার কথাও সে নিজমুখে স্বীকার করেছে। তবে অধরা অভিযুক্তের খোঁজেও তল্লাশী চলছে বলে তিনি জানান।

সাফাই কর্মীদের জন্য এই প্রথম দুয়ারে সরকার কর্মসূচি হালিশহর পৌরসভায়

হালিশহর এবার হালিশহর পৌরসভার তৎপরতায় সাফাই কর্মীদের কথা মাথায় রেখে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি ৮ নম্বর ওয়ার্ড অফিসে উপস্থিত ছিলেন হালিশহর পৌরসভার চেয়ারম্যান শুভঙ্কর ঘোষ সহ ব্যারাকপুরের প্রশাসনিক আধিকারিক ও পৌরসভার আধিকারিকরা।

আসানসোল বানপুর ধরুকডাঙ্গা এলাকায় দুঃসাহসিক চুরি ঘটনা সামনে আছে প্রায় যেখানে লক্ষ্যাদিক টাকার সোনা গয়না

পশ্চিম বর্ধমান আসানসোল ঃআসানসোল বানপুর ধরুকডাঙ্গা এলাকায় দুঃসাহসিক চুরি ঘটনা সামনে আছে প্রায় যেখানে লক্ষ্যাদিক টাকার সোনা গয়না আর প্রায় ক্যাশ ৮ হাজার টাকা মতন চুরি যায় বলে জানা যায় ঘরের লোকদের অভিযোগ কোনরকম ভাবে বুঝতে পারা যায়নি বলেই জানান ঘুমের স্প্রে দিয়ে হয়তো বেহুশ করা হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করে আসানসোল বানপুরের হিরাপুর থানার পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে

দুপুর থেকে বিকেলে আকাশে উড়তে থাকে রং বেরঙের নানান ঘুড়ি

নদিয়া ঃ বিশ্বকর্মা পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ঘুড়ি ওড়ানোর রীতি। দুপুর থেকে বিকেলে আকাশে উড়তে থাকে রং বেরঙের নানান ঘুড়ি। এই দিন কত ধরণের যে ঘুড়ি দেখা যায় আকাশে তার ঠিকানা নেই। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হামেশাই এই দিন আকাশে ঘুড়ির লড়াই দেখা যায়। এই ঘুড়ি আকাশে উড়াতে ব্যবহৃত হয় লাইলন সুতো। কিন্তু বর্তমানে নদিয়া জেলায় লাইলন সুতো প্রশাসন থেকে ব্যান করা হয়েছে। তাই লাইনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে সাধারণ সুতো।আর যার ফলে পুজোর দিন প্রচলিত প্রচলনে কিছুটা হলেও বাধা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সুতো ব্যানের রকারণ।আকাশে পাখির মতো ঘুড়ি ওড়াতে সাধারণত লাইলন সুতোকে ব্যবহার করা হয়। না হলে সঠিকভাবে ঘুড়ি আকাশে ওড়ানো সম্ভব না বা ঘুড়ির লড়াইয়ে কেউ টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে নদিয়া জেলায় প্রশাসন থেকে লাইলন সুতো ব্যান করা হয়েছে। এই লাইলন সুতোকে চিনা মানজাও বলা হয়। কারণ এই সুতোর ওপর মাঞ্জা দিতে এক ধরনের কেমিক্যালের প্রলেপ দেওয়া হয়। যা সাধারণত কাঁচের গুঁড়ো ও সাবুর গুড়ো দিয়ে তৈরি। যার ফলে এই চিনা মানজা বা লাইলন সুতোর দ্বারা বিভিন্ন পশুপাখি সহ মানুষও বহুবার আহত হয়েছে। যার ফলে প্রশাসন একাধিকবার মাইকিং করে এই লাইনের সুতো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নদিয়া জেলায়।এই সুতোর ব্যবহার বন্ধ করায় শুধু প্রচলিত প্রথার ওপর ব্যাঘাত ঘটেনি সঙ্গে ঘুড়ি ব্যবসায়ীকদেরও আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বর্তমানে। ঘুড়ি ব্যবসায়ীদের দাবি প্রতিবছর এই দিন প্রচুর সংখ্যক ঘুড়ি এই পুজো উপলক্ষে তৈরি করেন ও তা সঠিক মূল্যে তা বিক্রিও করেন। বর্তমানে এই লাইলন সুতো বন্ধ হওয়ায় আগের মত সেই পরিমাণ ঘুড়ি কেউ ক্রয় করে না। তাদের এও দাবি শুধু সুতো ব্যান করায় নয় বর্তমানে অধিকাংশ বাচ্চারা মোবাইলে আসক্ত হওয়ায় তাদের ঘুরে ব্যবসায়ে প্রতিনিয়ত ব্যাঘাত হতেই চলেছে।

বিজেপির পার্টি ফান্ডে টাকা দাবি করার অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নদিয়াঃ পার্টি ফান্ডের জন্য টাকা দিতে অস্বীকার করায় এক ব্যবসায়ীকে মারধর করার অভিযোগে গ্রেফতার বিজেপির মন্ডল সভাপতি প্রদীপ সরকার কে শনিবার রানাঘাট আদালতে তুললো শান্তিপুর থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত শুক্রবার বিকেলে শান্তিপুর ২ বিজেপির মন্ডল সভাপতিকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার নদিয়ার ফুলিয়া ও চাকদহে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ, শুভেন্দু অধিকারীর সেই সভার নাম করে বুধবার সন্ধ্যায় ফুলিয়ার এক চাল ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পার্টি ফান্ডের জন্য টাকা চায় বেলঘড়িয়া এলাকার বিজেপির মন্ডল সভাপতি প্রদীপ সরকার। অভিযোগ, সেই টাকা দিতে অস্বীকার করায় ওই ব্যবসায়ীকে মারধরও করে মন্ডল সভাপতি প্রদীপ সরকার ও তার অনুগামীরা। আর এর পরই বৃহস্পতিবার ফুলিয়া ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করে আক্রান্ত ওই ব্যবসায়ী। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার বিকেলে ফুলিয়া থেকে অভিযুক্ত বিজেপির মন্ডল সভাপতি প্রদীপ সরকারকে গ্রেফতার করে শান্তিপুর পুলিশ। শনিবার অভিযুক্ত ওই বিজেপি নেতাকে রানাঘাট আদালতে তুলেছে শান্তিপুর পুলিশ। যদিও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক সাংবাদিক বৈঠক করে রানাঘাট পুলিশ জেলার এসডিপিও প্রবীর মন্ডল। যদিও অভিযুক্ত বিজেপির মন্ডল সভাপতির দাবি, শুভেন্দু অধিকারীর সভাকে কেন্দ্র করে কারোর কাছ থেকে কোন টাকাই নেন নি তিনি, পুরোটাই ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা মামলা করে তাকে ফাঁসানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক উপকূল পরিচ্ছন্নতা দিবসে সমুদ্র সৈকত পরিষ্কারে নামল ছাত্রছাত্রীরা

গঙ্গাসাগর ঃ শনিবার ছিল আন্তর্জাতিক উপকূল পরিছন্নতা দিবস। সাধারণত সেপ্টেম্বর মাসে তৃতীয় শনিবার এই দিনটি উদযাপন করা হয় গোটা বিশ্ব জুড়ে। গোটা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই দিনটি উদযাপন করা হল গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দির প্রাঙ্গণ চত্বরে। কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল সেন্টার ফর পোস্ট রিসার্চ অফ সাইন্স দফতরের পক্ষ থেকে এই দিনটি পালন করা হয় । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির মন্দির প্রাঙ্গণ সহ সাগরের সমুদ্র সৈকত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে হাত লাগান । মূলত মেলা প্রাঙ্গণ ও কপিল মুনির মন্দির সংলগ্ন স্নান ঘাট গুলিতে যে সকল আবর্জনা রয়েছে সেই সকল আবর্জনা পরিস্কারপরিচ্ছন্ন করাতে হাত লাগান ওই ছাত্রছাত্রীরা। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে দিয়ে পরিবেশকে রক্ষা করার একমাত্র লক্ষ্য এই ছাত্রছাত্রীদের। এদিনের এই কর্মসূচিতে হাত লাগিয়েছে সাগর ব্লকের বেশ কিছু স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও । বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে ক্রমাগত পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যাচ্ছে । মানুষ যদি নিজের পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য সচেতন নাহয় তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর বিপদের সম্মুখীন হতে হবে এই মানবজাতিকে। এই বিষয়ে সাগর ব্লকের সেবা সমিতির সম্পাদক রামকৃষ্ণ দাস বলেন, পরিবেশকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। পরিবেশ বাঁচলে তবেই মানবজাতি বাঁচবে । নাহলে মানবজাতি ধ্বংসের পথে চলে যাবে। আন্তর্জাতিক উপকূল পরিচ্ছন্নতা দিবস আর সেই উপলক্ষে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির মন্দির প্রাঙ্গন ও গঙ্গাসাগর সমুদ্র সৈকত পরিস্কারপরিচ্ছন্নতার কাজে হাত লাগিয়েছেন। শুধু একদিন পরিস্কারপরিচ্ছন্ন করলে হবে না । সারা বছর এই কর্মযজ্ঞের সঙ্গে আমাদের সামিল হতে হবে। পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে নিজেদেরকে । মহামানবের সাগর তীরে এই পূণ্য বেলাভূমিতে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পূন্যার্থীরা এসে ভিড় জমান । মহামিলন ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় এই সমুদ্র সৈকত। সমুদ্রকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে সকলকে । এক ছাত্রী রিঙ্কি মন্ডল বলেন, গঙ্গাসাগর সমুদ্র সৈকতকে দূষণমুক্ত করার জন্য স্কুল থেকে সকলে মিলে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। সঙ্গে স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরাও রয়েছেন । সমুদ্র সৈকতে জৈবঅজৈব বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ আলাদা আলাদা ভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং সেই জৈবঅজৈব বর্জ্য পদার্থ গুলি সুনির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দেওয়া হচ্ছে । এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে যাতে সমুদ্র সৈকত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। সাধারণ মানুষ সচেতন হলে তবেই বিশ্বকে রক্ষা করতে পারব আমরা। আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর কর্মসূচিতে অংশ নেবে পরিবেশকে রক্ষা করতে । আমরা চাই আমাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ ও যুব সমাজ এই মহতী কর্মযজ্ঞে এগিয়ে আসুন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি–প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান–সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা–বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ–ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

গভীর রাত পর্যন্ত ভাঙ্গন দুর্গতদের নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে গেলেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু

মালদা ঃ শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত ভাঙ্গন দুর্গতদের নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে গেলেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে প্রায় ১১ ঘন্টা অবস্থান বিক্ষোভ চালানোর পর গভীর রাতেই সাংসদ খগেন মুর্মুর সঙ্গে দেখা করলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া । আশ্বাস দিলেন ভাঙ্গন দুর্গতদের সহযোগিতা করার। তারপরেই ওই দিন গভীর রাতে অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। উল্লেখ্য, রতুয়া ১ ব্লকের কান্তটোলা এলাকায় গঙ্গা ভাঙনে প্রায় ১১৬ টি পরিবারের ঘরবাড়ি নদী গর্ভে তলিয়ে যায়। তাঁদের পুনর্বাসনের দাবি নিয়ে এই জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনেই বিক্ষোভ চলে। এক মাসের উর্ধ্বে ঘটনা হলেও প্রশাসন এবিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি বলে অভিযোগ। ফলে শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ বিক্ষোভকারীরা জেলা শাসক নীতিন সিঙ্গানিয়ার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসেন। কিন্তু জেলাশাসক দুয়ারে সরকার কর্মসূচির কারণে জেলা প্রশাসন ভবনে না থাকায় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি বলে সূত্রের খবর। তাই সেই বিক্ষোভকারীদের আন্দোলনের শামিল হন সাংসদ খগেন মুর্মু। তিনি জেলাশাসককে হুঁশিয়ারি দেন এই ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে যদি জেলা শাসক দেখা না করেন এবং পুনর্বাসন না দেন তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। এবং যতক্ষণ না জেলাশাসক দেখা করবেন ততক্ষণ অনির্দিষ্টকালের জন্য জেলা প্রশাসন ভবনের মূল গেট আটকে রেখে বিক্ষোভ চালাবেন এমনকি জেলা প্রশাসন ভবনের ঢোকার মূল রাস্তাটি অবরোধ করতে বাধ্য থাকবেন।এরপরই শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর নেতৃত্বে ভাঙ্গন দুর্গতদের নিয়ে চলতে থাকে অবস্থান বিক্ষোভ। সাংসদের অভিযোগ, রতুয়ার কান্তটোলা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ভাঙ্গন হচ্ছে। অথচ প্রশাসন কোনরকম ব্যবস্থা নিচ্ছে না । অসংখ্য ঘরবাড়ি গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেইসব অসহায় মানুষের পুর্নবাসনের দাবি নিয়ে এদিন বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে।

২ কেজি ব্রাউন সুগার সভা তিনজনকে গ্রেফতার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি — গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৫ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত দুর্গাগুড়ি এলাকা থেকে প্রায় ২ কেজি ব্রাউন সুগার সভা তিনজনকে গ্রেফতার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে ঘটনা ধৃত তিনজন হল পরিমল রায়,বাবর আলী, জাফর আলী। এর মধ্যে পরিমল শিলিগুড়ির বাসিন্দা বাকি দুজন মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার বাসিন্দা। ঘটনায় একটি মোটর বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে পাবলিক ফ্রেন্ডশিপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হলো মাগুরমারিতে

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে পাবলিক ফ্রেন্ডশিপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হলো মাগুরমারিতে। সাধারণ মানুষ ও পুলিশের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক দৃঢ় করতে একাধিক কার্যকলাপ গ্রহণ করে পুলিশ। ঠিক একইভাবে এবার জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে ধুপগুড়ি থানার ব্যবস্থাপনায় ১২ দলীয় ফুটবল খেলার আয়োজন করে। তিনদিন ধরে হয়ে আসা চূড়ান্ত পর্যায়ের চালায় অংশগ্রহণ করে মাগুরমারী ২ এবং সাকোয়াঝরা ১ জিপি। জানা যায় ধুপগুড়ি থানার অন্তর্গত ১০ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং দুইটি পৌরসভার দলকে নিয়েই শুরু হয় এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। এদিন খেলা দেখতে প্রচুর খেলা প্রেমি জনসাধারণ খেলা দেখতে ছুটে আসে। খেলা উপলক্ষে মাঠে বসে চাঁদের হাট। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধুপগুড়ি থানার আইসি সুজয় তুঙ্গা, অ্যাডিশনাল এসপি ওয়াংডেন ভুটিয়া, ডিএসপি ক্রাইম বিক্রমজিত লামা, ধুপগুড়ি নবনির্বাচিত বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায়, বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম প্রধান ছাড়াও এলাকার গুণীজনেরা। খেলা শেষ পর্যন্ত ফলাফল অনুযায়ী জানা যায় এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচে জয়ী হয় মাগুরমারী ২, রানার্স হয় সাঁকোয়াঝরা ১।

হলদিয়া বন্দরের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ঘটনা...

হলদিয়া ঃ কুয়েত থেকে ২২ জন নাবিক সমেত মোট ৮২ হাজার ২৭১ মেট্রিক টন ন্যাপথা নিয়ে জাহাজটি রওনা দেয় । হলদিয়া অভিমুখে আসার আগে বিশাখাপত্তনম বন্দরে ৩৪ হাজার ১৬০ মেট্রিক টন ন্যাপথ্যা খালি করেছে । তারপর সেখান থেকে হলদিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় । কয়েকদিন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে স্যান্ডহেড থেকে ১২৫ কিলোমিটার উত্তরে হলদিয়া বন্দরে বৃহস্পতিবার ১৫ ই সেপ্টেম্বর এসে ঠেকেছে । এর আগে ২০১৭ সালে সে স্যামার সনেট নামে একটি জাহাজ ৪৪ হাজার ৮৮ মেট্রিক টন ন্যাপথ্যা নিয়ে হাজির হয়েছিল । তবে বৃহস্পতিবার ৪৮ হাজার ১১১ মেট্রিক টন ন্যাপথা নিয়ে এমটি ক্লিয়ারওশান আজাক্সের হলদিয়া বন্দরে হাজির হওয়ার ঘটনা তাকে ছাড়িয়ে নতুন রেকর্ড তৈরি করল । নদীবন্দরে এমন ঘটনায় বন্দরের চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রামন সহ আধিকারিক সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন । সেজন্য চেয়ারম্যান অভিনন্দন জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সকলকে । এই বড় জাহাজ আশাতে বি এম সি রাজ্য সহসভাপতি এবং বন্দরের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ বিজলী বলেন যশশ্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তৎপরতায় হলদিয়া বন্দরের সঙ্গে ভারতবর্ষের মেজর বন্দরকে একসঙ্গে নিয়ে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তার ফলশ্রুত হিসেবেই সর্ববৃহৎ জাহাজ হলদিয়া বন্দরে এলো, তাই বন্দরের শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে হলদিয়া বাসির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

নদীয়ার ছদ্মবেশে বিডিওর হানা, বিভিন্ন শংসাপত্রে জাল চক্র ধরলেন হাতেনাতে, ধৃত দুই প্রতারক

নদীয়া ঃ নদীয়ার তেহট্ট ১ নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মাঝেমধ্যেই লক্ষ্য করতেন, উপভোক্তাদের জন্ম মৃত্যু, জাতিগত শংসাপত্র থেকে শুরু করে প্রতিবন্ধকতা শংসাপত্র এমনকি রেশন কার্ডের মতন গুরুত্বপূর্ণ শংসাপত্রের সুনির্দিষ্ট সরকারি নিবদ্ধকরণ নেই। উপভোক্ততা সেই সার্টিফিকেট নিয়ে বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা পেয়ে চলেছে দীর্ঘদিন যাবৎ। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসডিও মৌমিতা সাহার সই পর্যন্ত ছিলো সন্দেহজনক। অথচ তিনিও জানতেন না তার সই কিভাবে জাল হচ্ছে।

তবে এই অপরাধের পেছনে থাকা জলচক্রের হদিস তিনি পাচ্ছিলেন না বিডিও শুভাশিস মজুমদার। সন্দেহটা আরো প্রকট হয়, বিড়ি শ্রমিকের পরিচয় পত্র বন্ধ হয়েছে আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে কিন্তু সে কার্ডও মাঝেমধ্যেই লক্ষ্য করা যেতো, উপভোক্তদের হাতে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গতকাল রাতে ছদ্মবেশে বিডিও হানা দেয় , স্থানীয় একটি জেরক্স এর দোকানে যেখানে প্রচুর পরিমাণে এ ধরনের জাল সার্টিফিকেট সহ ধরে ফেলেন জয়ন্ত মিস্ত্রি নামে ওই জেরক্স দোকানের মালিক কে। সেই সূত্রে আরও এক ব্যক্তিকে আটক করা হয় পুলিশের সহযোগিতায়।

এ প্রসঙ্গে ভিডিও জানান, প্রচুর পরিমাণে শংসাপত্র উদ্ধার হলেও তা অপরাধের হিমশৈল চুড়া মাত্র, ধৃতদের চাপ দিলে আরো বড় চক্র ধরা পড়বে বলেই তার বিশ্বাস।

রেড রোডে দুর্ঘটনা

ময়দান ঃ রাস্তার পাশের ল্যাম্প পোষ্টে ধাক্কা মারে বেশ কিছুটা গিয়ে রেঞ্জার্স ক্লাবের মাঠের পাশে পাঁচিলে ধাক্কা।সেই ধাক্কায় পাঁচিল পড়ে গেছে।এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটলেও কারো সকাল অবধি থানার নজরে আসেনি। গাড়ি কোথায়,যারা চালাচ্ছিল তারা গেল কোথায়? সেই উত্তর খুঁজতে ময়দান থানায় গেলে ,থানার অফিসার আকাশ থেকে পড়ে।তার পরই খোঁজ শুরু করে।দুর্ঘটনা ঘটার পর গাড়িটি নিয়ে পালালো কি ভাবে।

৪২ কেজি রুপার গহনা উদ্ধার

নদিয়া ঃ৩০ লক্ষ টাকার মূল্যের ৪২ কেজি রুপার গহনা উদ্ধার । ঘটনা শুক্রবার দুপুর দুটো নাগাদ নদীয়ার মথুরাপুর এলাকায় । বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে পুটিখালির ৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফের জওয়ানরা গোপন সূত্রে খবর পাই কিছু চোরাকারবারি ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণ রুপার গহনা নিয়ে মথুরাপুর গ্রামে পৌঁছেছে । বিএসএফের জোয়ানরা খবরটি নিশ্চিত হওয়ার পর বিএসএফএর জওয়ানদের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায় । জওয়ানরা ঘটনাস্থলের পৌঁছানোর সাথে সাথে এক চোরাকারবারীকে দুটি ব্যাগসহ দেখতে পায় । বিএসএফের জওয়ানরা ওই চোরা কারবারীকে তারা করলে ওই চোরাকারবারি দুটি ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যায় । দুটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ৪২ কেজি রুপার গহনা । বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে উদ্ধার হওয়া রুপার গহনার আনুমানিক মূল্য ৩০ লক্ষ টাকা ।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কটাক্ষ স্পিকারের

কলকাতা ঃ রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে এবার কটাক্ষ স্পিকারের। তাঁর বক্তব্য, ‘রাজ্যপাল সাংবিধানিক প্রধান। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না। আইনজীবীরা জানেন না? এটা ফুটেজ খাওয়ার জন্য করা হচ্ছে।’

প্রসঙ্গত, সংবিধানে অনুযায়ী রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মামলা করার কোনও জায়গা নেই। তবে, সংসদের কোনও সদস্য রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সাবস্টেনটিভ মোশন এবং ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে পারেন।

ইতিমধ্যে তৃণমূল পন্থী প্রাক্তন জক্টরা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করেছেন। সেটা আদৌ যুক্তিযুক্ত কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন খোদ স্পিকার। পাশাপাশি, এদিন তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীকেও কটাক্ষ করে বলেন - ‘আমার তো যথেষ্ট সন্দেহ আছে ধর্মেন্দ্র প্রধান কতটা সংবিধান জানেন।’

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেস নতুন ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সাংসদ অধীর চৌধুরী

কলকাতা ঃ সারা ভারতে কংগ্রেসের নতুন করে উত্থান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা হিমাচল জিতেছি, আমরা কর্ণাটক জিতেছি। আগামী দিনে ভারতবর্ষের শাসক দল কংগ্রেসের উত্থানে আতঙ্কিত, চিন্তিত। তাই এক দেশ এক নির্বাচনের নামে তারা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে জটিলতা তৈরি করার চেষ্টা করছে। কারণ তারা বুঝতে পারছে যদি রাজ্যজুড়ে নির্বাচন হয়ে যায় সেখানে ভারতবর্ষের শাসক দলের কপালে অনেক বড় বড় ধাক্কা আসন্ন। আপনাদের বলে রাখি আগামী দিনের নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্রিশগড় কংগ্রেস ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলেছে। আগামীকাল হায়দ্রাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং। ক্ষমতা আছে বলেই হায়দ্রাবাদেই মিটিং হচ্ছে। তাই আজ নতুন করে কংগ্রেস দলের প্রতি মানুষের আশা ভরসা বিশ্বাস যে দৃঢ় গতিতে বেড়ে চলেছে। সারা ভারত বর্ষ জুড়ে পরিবর্তনের ইঙ্গিত যখন স্পষ্ট। তখন পশ্চিমবঙ্গ দূরে থাকবে না। যখন শীতকাল আছে, তখন বসন্ত আসতে দেরি হওয়ার কথা নয়। আজ যারা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে পরিবর্তনের ঢেউ, সেই ঢেউ পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়বে। এই আস্থা বিশ্বাস রেখে কংগ্রেস কর্মীদের এতো বড় সহযোগিতাকে স্মরণ রেখে এই অফিস সম্পর্কে এলাকার মানুষ এর ভাবমূর্তি সব সময় যেন উজ্জ্বল থাকে। সেটা রক্ষা করার দায়িত্ব এখানকার কংগ্রেস কর্মীদের।

ভারত তথা বাংলার ফুটবলের উন্নতির জন্য একটি অ্যাকাডেমি গড়তে চায় লা লিগা ঃ মমতা

কলকাতা ঃ রাজ্যের ফুটবলের উন্নতিকল্পে লা লিগা রাজ্যে একটি অ্যাকাডেমি তৈরি করবে। এজন্য আজ রাজ্য সরকারের সঙ্গে লা লিগার একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্পেনের মাদ্রিদে আজ ইউরোপের অন্যতম ফুটবল লিগ লা লিগার সভাপতি জাভিয়ের তেভাসের সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি একথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, ভারত তথা বাংলার ফুটবলের উন্নতির জন্য একটি অ্যাকাডেমি গড়তে চায় লা লিগা। এরজন্য রাজ্য সরকার জমির ব্যবস্থা করবে।খুব দ্রুত লা লিগার কর্তারা কলকাতায় আসবেন। তখনই এই অ্যাকাডেমি তৈরির জায়গা সহ অন্যান্য খুঁটিনাটি চূড়ান্ত করা হবে।বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন , শুধু বাংলা নয়, গোটা ভারতের ফুটবলপ্রেমীদের কাছে এটি বিরাট প্রাপ্তি। স্প্যানিশ ফুটবল কলকাতার বুকে আলাদা দৃষ্টান্ত গড়তে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। লা লিগা সভাপতি তেভাস বলেন, সারা ভারতের মধ্যে বাংলায় সবচেয়ে বেশি ফুটবল সমর্থক আছেন। তাঁরা এরাজ্যের ফুটবলের উন্নতিতে কাজ করতে চান। সেই লক্ষ্যেই মউ স্বাক্ষর করা হয়েছে।

এএফসি কাপে মোহনবাগানের ম্যাচেও পুলিশ নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়

কলকাতা ঃ আই এস এল এর প্রথম ডার্বি হওয়ার কথা ছিল আগামী ২৮ শে অক্টোবর. তবে উৎসবের মরশুম হওয়ার দরুন ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ইতিমধ্যেই মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল কে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে ওই সময় পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়. ফলে ওই দিন ম্যাচ হওয়া নিয়ে রীতিমত সংশয়. একই সঙ্গে ২৩ শে অক্টোবর এএফসি কাপে মোহনবাগানের ম্যাচেও পুলিশ নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন অরূপ বিশ্বাস. এছাড়াও একুশে অক্টোবর অর্থাৎ সপ্তমীর দিন আই এস এল মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল এবং গোয়া. এই ম্যাচেও কোন রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেয়া সম্ভব না বলে জানিয়ে দিয়েছিল অরূপ বিশ্বাস. তিনটি ম্যাচি হওয়ার কথা যুবভারতীতে ছিল. ওই সময় স্টেডিয়াম দেয়া সম্ভব নয় বা স্টেডিয়ামে কোনরকম নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী.

শনিবার ৫২ তম টক টু মেয়র কর্মসুচিতে মানুষের সমস্যার কথা শুনলেন মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি শনিবার ৫২ তম টক টু মেয়র কর্মসুচিতে মানুষের সমস্যার কথা শুনলেন মেয়র গৌতম দেব।মুলত শহরের রাস্তা ও পার্কিং নিয়েই অধিকাংশ মানুষ তাদের অভিযোগ জানায়।সমস্যার আশ্বাসও দেন মেয়র গৌতম দেব। তবে নিজের এলাকার বাইরের মানুষেরাও এবার ভরষা রাখছে মেয়র গৌতম দেবকে।বিগত সময় ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক ছিলেন গৌতম দেব।উন্নয়নের কাজও হয়েছিল একপ্রকার দ্রুত গতিতে।তবে মানুষ আরোও উন্নয়নের আশায় গৌতম দেবকে সরিয়ে ভরষা রেখেছিল বিজেপির উপর। তাই জিতিয়েছিলেন শীখা চ্যাটার্জিকে।তবে দুবছরে হারে হারে টের পাচ্ছেন তারা।তাই কাজের সুরাহা নিয়ে টক টু মেয়রে সরাসরি মেয়রকে তাদের অসুবিধের কথা জানাচ্ছেন।

গাছে বেঁধে এক পঞ্চায়েত সদস্যের ভাইপোকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়

উত্তর দিনাজপুর ঃ গাছে বেঁধে এক পঞ্চায়েত সদস্যের ভাইপোকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার ইলোয়াবাড়ি এলাকায়। মৃত ওই যুবকের নাম পল্টু ওরাও (২৫)। বাড়ি গোয়ালপোখর থানার ধরমপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়পুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে ওই যুবক পাঞ্জিপাড়ার শান্তি নগর এলাকায় একটি পাত্তি মিলে কাজ করত। প্রতিদিনের মতো শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে কাজের উদ্দেশ্যে রওনা হয় ওই যুবক। রাতে গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ইলোয়াবাড়ি এলাকা থেকে ওই যুবককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। গভীর রাতে চিকিৎসা চলাকালীন ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।শনিবার সকালে পরিবারের লোকজন জানতে পারেন তাকে কেউ বা কারা তাকে বেধড়ক মারধর করেছে। ইসলামপুর মহকুমা ভর্তি রয়েছে। সকালে পরিবারের লোকজন ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ছুটে আসলে তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। খুব ভালো ছিল ওই যুবক। কোনো খারাপ নেশাও ছিল ওই যুবকের। পরিবারের লোকজনের অভিযোগ তাকে কি কারণে কেউ বা কারা কি কারণে মারধর করল বুঝে উঠতে পারছেন না। যারা এই কাজ করেছে তাদের শাস্তির দাবি তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা।

পর্যটকদের জন্যে খুলে গেল জঙ্গল, শুরু হলো জঙ্গল সাফারি

জলপাইগুড়ি ঃ অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান।তিন মাস বন্ধ থাকার পর শুক্রবার থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে গেল ডুয়ার্সের অভয়ারণ্য এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল।আর জঙ্গল খোলার প্রথমদিনেই সাত সকালেই জঙ্গল সাফারি করতে পর্যটকদের ভিড় লক্ষ্য করা গেল ডুয়ার্সের গরুমারা জঙ্গলে। গরুমারা, চাপড়ামারি, জলদাপাড়া সহ বিভিন্ন জঙ্গল প্রতি বছর জুন মাসের ১৬ তারিখ থেকে পর্যটকদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। কেননা বর্ষাকাল বন্যপ্রাণীদের প্রজননের সময় আর সেকারণেই বন্ধ থাকে জঙ্গল। আর সেই সময় যাতে জঙ্গলের ভেতর প্রবেশ করে কেউ তাদের উত্ত্যক্ত করতে না পারে সেই কারণে জঙ্গল এই তিন মাস বন্ধ রাখা হয়।পুজোর আগে ইতিমধ্যেই ডুয়ার্সের বিভিন্ন হোটেল, রিসোর্টে পর্যটকদের বুকিং আসতে শুরু করেছে।তিনমাস পর পর্যটন ব্যবসায়ীরা আশাবাদী পুজোর মরশুমে হয়তো ভালো ব্যাবসা হবে।

তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির মালদা জেলা কমিটির উদ্যোগে এক সাংগঠনিক ও যোগদান সভা হয়ে গেল

মালদহ ঃ তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির মালদা জেলা কমিটির উদ্যোগে এক সাংগঠনিক ও যোগদান সভা হয়ে গেল শুক্রবার ।এদিন রাতে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় মালদা শহরের স্টেশন রোড এলাকায় অবস্থিত তৃণমূল জেলা কার্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি শুভদীপ সান্যাল সহ আরও অনেকেই।এদিন তারা প্রথমে ইংরেজ বাজার ব্লকের বাধাপুকুর থেকে মহদিপুর এবং বাধাপুকুর থেকে মোথাবাড়ি রুটের অটো ও ই রিকশা চালকদের নিয়ে সাংগঠনিক সভা করেন। এরপর ওই দুই রুটের মোট ৭০ জন পরিবহণ শ্রমিকরা তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন যোগদান করেন বলে জানা গেছে।

রেলের উদ্যোগে নিরাপত্তার স্বার্থে রেললাইনের দুধারে পিলার বসানো নিয়ে উত্তেজনা

শিলিগুড়ি ঃ রেলের উদ্যোগে নিরাপত্তার স্বার্থে রেললাইনের দুধারে পিলার বসানো নিয়ে উত্তেজনা। ঘটনাটি ঘটেছে বাগডোগরার প্রমোদনগর এলাকায়। জানা যায় গতকাল রেলের উদ্যোগে বাগডোগরার প্রমোদনগর ঢোকার মুখে রেলের ক্রসিংয়ে রেললাইনের দুধারে পিলার বসানো হয়।এর জেরে দুচাকা গাড়ি চলাচল করলেও বন্ধ হয়ে পড়েছে চারচাকার গাড়ি। পিলার লাগানোর জেরে এলাকায় অ্যাম্বুলেন্স না ঢুকলে আগামী দিনে বিপদজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।শনিবার সকালে এলাকায় ভিড় করেন স্থানীয়রা।রেললাইন বন্ধ হতে পারে এই আশঙ্কায় ঘটনাস্থলে রেলপুলিশ থেকে শুরু করে বাগডোগরা থানার পুলিশ সেখানে পৌঁছায়। রেলের পক্ষ থেকে চলে মাইকিং। স্থানীয় বাসিন্দা মনোজ ওঝা জানান, ২০১২ সাল থেকে এই সমস্যা হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দাদের কথা চিন্তা করে আগে থেকেই রেলকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। এভাবে রেললাইনের দুধারে পিলার দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ায় প্রমোদনগরের হাজার মানুষের অসুবিধা হবে। হয় ফ্লাইওভার নয়তো আন্ডারপাস দেওয়া হোক। তবে রেল অবরোধ করা ঠিক নয় বলে তিনি জানান। গোটা বিষয়টি নিয়ে বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তকে স্মারকলিপি প্রদান করেন এলাকাবাসীরা।

রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির বিরুদ্ধে চরম বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূলের একাংশ নেতাকর্মীরা

মালদা ঃ রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির বিরুদ্ধে চরম বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূলের একাংশ নেতাকর্মীরা। শনিবার সকাল থেকেই রতুয়া ২ ব্লকের মহারাজপুর এলাকার মালদা - রতুয়া রাজ্য সড়ক অবরোধ করে চলে তৃণমূলীদের এই বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের বর্ষীয়ান জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য শামসুল হককে কর্মাধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই ঘটনার পিছনে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর মোটা টাকা নিয়ে কাজ করেছে। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন সকাল থেকেই শুরু হয় দলেরই একাংশ নেতাকর্মীদের সড়ক অবরোধ করে এই বিক্ষোভ।সকাল থেকে এই বিক্ষোভের জেরে মালদা - রতুয়ার রাজ্য সড়কের মহারাজপুর এলাকায় চরম যানজটের সৃষ্টি হয়। তৃণমূলের জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভের সোচ্চার হন তৃণমূল পরিচালিত বর্তমান মালদা জেলা পরিষদের দলনেতা শামসুল হকের অনুগামীরা। পরেই বিক্ষোভ অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুখুরিয়া থানার পুলিশ । বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও এই ঘটনার সঙ্গে দলের জেলা সভাপতির কাঠমানি নেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানানো হবে বলেও জানিয়েছেন বিক্ষোভকারী তৃণমূলীরা। উল্লেখ্য, এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় মালদা জেলা পরিষদ দখল করেছে তৃণমূল। বিগত দিনে তৃণমূলের দখলে থাকা মালদা জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব সামলিয়ে এসেছেন রতুয়ার নির্বাচিত সদস্য শামসুল হক। কিন্তু এবারে সেই কর্মাধ্যক্ষের পদ থেকে শামসুল হককে সরিয়ে অন্যজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর তারপর থেকেই শুরু হয়েছে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল বলে অভিযোগ। এবারে শামসুল হক মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচিত হওয়ার পর তাকে দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।বিক্ষোভকারী তৃণমূল নেতা শামসুল হকের অনুগামীদের অভিযোগ, এতদিন ধরে পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের পদে থেকে গ্রামীন এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ করে এসেছেন শামসুল হক। তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো। এই ঘটনার পিছনে মোটা টাকার লেনদেন হয়েছে। আর তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর মদতেই এই ঘটনা ঘটেছে। তাই এদিন দলের জেলা সভাপতির বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। যদিও এব্যাপারে বর্তমান মালদা জেলা পরিষদের দলনেতা শামসুল হক কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেন নি।মালদা জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, যারা এই অভিযোগ করেছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশেই কর্মাধ্যক্ষ পদের দায়িত্বের তালিকা তৈরি হয়েছে। এখানে আমাদের কোনো হাত নেই । কোনো একটা ষড়যন্ত্র এই ধরনের বিক্ষোভের পিছনে কাজ করছে । দলগতভাবে সেটি তদারকি করে দেখা হবে, প্রয়োজনে দল কঠিন ব্যবস্থা নিবে।

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বাড়ি ফেরার পথে ৮০ হাজার টাকা ছিনতাই করে চম্পট দিল দুই দুস্কৃতি

শিলিগুড়ি ঃব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বাড়ি ফেরার পথে ৮০ হাজার টাকা ছিনতাই করে চম্পট দিল দুই দুস্কৃতি।ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় শিলিগুড়ি সংলগ্ন গোড়ামোড় এলাকায়।জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে এনজেপি এলাকার একটি রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাঙ্ক থেকে ৬০ হাজার টাকা তুলে টোটো করে বাড়ি ফিরছিলেন ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোড়ামোড় সংলগ্ন রামনগর বস্তির বাসিন্দা ববিতা রায় ও শিলা দুবে। টোটোটি ডি এস কলোনি এলাকায় এলে পিছন দিক থেকে আসা একটি বাইকে দুই যুবক জোরপূর্বক তাদের হাত থেকে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ।সেই ব্যাগে আগের ২০ হাজার টাকা সহ ব্যাঙ্ক থেকে তোলা ৬০ হাজার টাকা ছিল।মোট ৮০ হাজার টাকা ছিনতাই হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তারা।ঘটনার পর শুক্রবার সন্ধ্যায় এনজেপি থানায় ছিনতাই এর অভিযোগ দায়ের করা হয়।গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এই বিষয়ে ববিতা রায় জানান, গতকাল দুপুরে আমি ও আমার দিদি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বাড়ি ফেরার পথে ডিএস কলোনি এলাকায় আমাদের মোট ৮০ হাজার টাকা ছিনতাই হয়।আমার ছেলে অনেকদিন থেকে অসুস্থ।বাইরে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যাওয়ায় জন্য এই টাকা তুলেছিলাম।অনেক কষ্ট করে জমানো টাকা ছিনতাই হয়ে গেল।

মহাসড়ক নির্মাণের দাবিতে অনশন কর্মসূচি পালন করছে ফালাকাটা তৃণমূল টাউন ব্লক কমিটি

আলিপুরদুয়ারঃ ফালাকাটা থেকে আলিপুরদুয়ার মহাসড়ক নির্মাণের দাবিতে ফালাকাটার মিলরোড ট্রাফিক মোড়ে অনশন কর্মসূচি পালন করছে ফালাকাটা তৃণমূল টাউন ব্লক কমিটি।কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা এবং বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদরা কোনো কাজ করছে না এই জেলায় এই অভিযোগ তুলে এবং এই রাস্তা দ্রুত নির্মাণের দাবিতে অনশন কর্মসূচি বলে জানায় ফালাকাটা তৃণমূলের টাউন ব্লক কমিটির সভাপতি শুভব্রত দে। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার শুধু ভাঁওতা দিচ্ছে আর এই লোকগুলোকে হয়রানি করছে। আমরা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আঃেদালনে নামবো।তৃণমূলের ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক সভাপতি তথা ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায় বলেন, আমাদের জেলার পাঁচটিতেই বিজেপি বিধায়ক জয়ী হয়েছে এবং জেলার সাংসদ বিজেপির তবুও আমরা এই জেলায় কেন্দ্রীয় সমস্ত কাজ থেকে বঞ্চিত, এই বিধায়ক ও সাংসদরা কোনো কাজ করছে না, শুধু মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে।এদিকে তৃণমূল যা বলছে তা করে দেখায়, দ্রুত এই রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু না হলে আমরা বৃহত্তর আঃেদালনে নামবো আগামী দিনে।

সম্পাদকীয়

আদিবাসীদের বিক্ষোভে কলকাতা অচল

শুক্রবার সকালে কলকাতায় আদিবাসীদের বিশাল প্রতিবাদ মিছিল। গোটা অফিস পাড়ায় ট্রাফিক স্তব্ধ। হাওড়া ব্রিজ বন্ধ। শুক্রবার সকাল নয়টা নাগাদ হাওড়া ব্রিজে অবরোধ করেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা আদিবাসীরা। এই বিক্ষোভের আয়োজক 'ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনস'। হাওড়া ব্রিজ অবরোধ করার পর আদিবাসীদের মিছিল এগোতে থাকে স্ট্র্যান্ড রোড, ব্রেবোর্ন রোড, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ হয়ে ধর্মতলার রানি রাসমণি রোডের দিকে। ফলে পুরো বিবাদী বাগ ও এসপ্ল্যানেডসহ বিশাল এলাকায় দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। অনেকগুলি

এলাকায় ট্রাফিক পুরোপুরি থেমে গেছে। আদিবাসীদের দাবি হলো, তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে। তবে তাদের প্রধান দাবি হলো, কুড়মি মাহাতোদের তফসিলি উপজাতির স্বীকৃতি দেয়া যাবে না। কুড়মি মাহাতোরা এই স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছে। দীর্ঘ সময় ধরে তারা পুরুলিয়াসহ কয়েকটি জায়গায় রেল অবরোধ করেছেন। তারা কলকাতায় এসেও বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এবার কলকাতায় এসেছে ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনস। এদিন তাদের বিক্ষোভ ছিল আকারে রীতিমতো বড়। হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে আদিবাসী সম্প্রদায়ের আন্দোলনরত মানুষণ্রা পায়ে হেঁটে চলে আসেন হাওড়া ব্রিজে। বেলা সাড়ে বারোটাতেও হাওড়া ব্রিজ বন্ধ। হাওড়া বা কলকাতা থেকে কেউ আসতে বা যেতে পারছেন না। এমনকী হেঁটেও নয়। আর মিছিল যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে প্রবল যানজট তৈরি হয়েছে। স্ট্র্যান্ড রোডের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দিয়েও গাড়ি এগোচ্ছে না। এই মিছিল ও অবরোধের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে অফিসপাড়া বিবাদী বাগ ও ধর্মতলা এলাকায়। সংগঠকদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তাদের কথা না শুনলে তারা দিল্লিতে গিয়ে এভাবেই রাজধানী অচল করে দেবেন। সবচেয়ে বড় কথা, এই মিছিল সম্পর্কে বাসচালকরা অবহিত ছিলেন না। তাই তারা আরো বিপাকে পড়ে যান। আদিবাসীদের মিছিল বিশাল বড়। প্রশ্ন উঠছে, ট্রাফিক পুলিশের কাছেও কি কোনো খবর ছিল না? খবর থাকলে তারা ট্রাফিক ও মিছিল নিয়ন্ত্রণের কোনো চেষ্টা করলো না কেন?

অভিবাসন ইস্যুতে জার্মানির উপর ক্ষুব্ধ ইটালি

ভূমধ্যসাগরে বিপদে পড়া অভিবাসীদের সহায়তা করা সংস্থাগুলোকে জার্মানির অর্থায়ন নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে ইটালি। বার্লিনের এমন পদক্ষেপ রোমের জন্য 'ক্ষতিকর' বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

লিবিয়া, টিউনিশিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর হয়ে অভিবাসীদের আগমন ঠেকাতে কঠোর পদক্ষেপ নিতে চায় ইটালি। এক্ষেত্রে অভিবাসীদের সহায়তা করা সংস্থাগুলোকে বাধা বলে মনে করে আসছে ক্ষমতাসীন ডানপন্থি সরকার। তাদেরকে অর্থায়নে নেয়া একটি প্রকল্প নিয়ে বার্লিনের উপরও নাখোশ রোম। এর মাধ্যমে জার্মানি ইটালির জন্য সমস্যার কারণ হয়ে উঠছে বলে উল্লেখ করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী গুইডো ক্রোসেটো। ইটালির মাটিতে অভিবাসীদের দেখভালের জন্য অর্থায়নকে রোম অভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপ হিসেবেও বিবেচনা করছে।

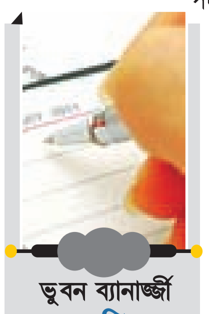

ভুবন ব্যানার্জ্জী
প্রাবন্ধিক

দেশটির দৈনিক লা স্টাম্পাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, মানবপাচারকারীদের ঠেকাতে তার সরকার বদ্ধপরিকর। তিনি এর সঙ্গে জড়িতদের 'আন্তর্জাতিক অপরাধী' হিসেবে বিবেচনা করা উচিত বলে মনে করেন।

তিনি বলেন. ''বার্লিন এটি না বোঝার ভান করছে। তারা একটি দেশের জন্য এমন সমস্যা তৈরি করছে যে আসলে তাদের বন্ধু হওয়া উচিত।''

তবে জার্মানি এই বিষয়ে আগেই তাদের অবস্থান পরিস্কার করেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক জানিয়েছেন, সমুদ্র থেকে মানুষকে উদ্ধার করাকে 'আইনি, মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব' বলে মনে করে বার্লিন।

অভিবাসীদের সহায়তার বিষয়ে শুক্রবার জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ব্যাখ্যা দিয়ে জানিয়েছেন এই বিষয়ক প্রকল্পে অর্থায়নের সিদ্ধান্ত দেশটির পার্লামেণ্টের। এই প্রকল্পের প্রথম কিস্তিতে চার লাখ থেকে আট লাখ ইউরো ছাড় করা হবে। ভূমিতে অভিবাসীদের দেখভাল করা এবং সমুদ্র থেকে তাদের উদ্ধারে এই অর্থ ব্যয় করা হবে।

যে সংগঠনগুলো এই টাকা পেতে যাচ্ছে তার একটি ভূমধ্যসাগরে অভিবাসীদের সহায়তাকারী সংস্থা এসওএস হিউম্যানিটি। শনিবার এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা জার্মান সরকারের কাছ থেকে সাত লাখ ৯০ হাজার ইউরোপ পেতে যাচ্ছে।

ইটালির সরকারের হিসাবে নৌকায় করে চলতি বছর এখন পর্যন্ত এক লাখ ৩২ হাজার জন ইটালি পৌঁছেছেন, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ৬৯ হাজার।

অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে থাকা ইটালির সরকার চলতি সপ্তাহে জানিয়েছে অভিবাসীদের প্রত্যাবর্তনের জন্য তারা আটককেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশপাশি বন্দি রাখার সময়সীমা বাড়াবে।

সুরক্ষা প্রাপ্তির আবেদনের প্রক্রিয়া চলাকালে অর্থের বিনিময়ে অভিবাসীরা বন্দিদশা এড়াতে পারবেন এমন একটি নিয়মও আরোপ করা হয়েছে, মানবাধিকার সংগঠনগুলো যা নিয়ে কড়া সমালোচনা করছে।

জার্মানিতে অসহায় মূল ধারার রাজনীতি ও সংবাদ মাধ্যম

সঞ্জীব বর্মন

রাজনৈতিক দল ও সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে 'স্বাস্থ্যকর' দূরত্ব সত্ত্বেও সোশাল মিডিয়ার যুগে জার্মানি সংকটের মুখে পড়েছে। মানুষের নিরাপত্তাহীনতার ফায়দা তুলছে চরম দক্ষিণপন্থি শক্তি। সংবাদ মাধ্যমের প্রতি আস্থাও কমছে।

জার্মানিতে রোববার সাধারণ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলে। বাংলাদেশ বা ভারতের সঙ্গে সেই দিনের পরিবেশের কোনো তুলনাই চলে না। চারিদিকে রাজনৈতিক দল তথা প্রার্থীদের কিছু হোর্ডিং বা পোস্টার ছাড়া বাইরে থেকে আসা কোনো মানুষের পক্ষে বোঝাই দায়, যে সে দিন দেশের আগামী সরকার গড়ার ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছে। নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে সরকার গড়া পর্যন্ত সময়ও রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থী ও নেতাদের কার্যকলাপ অনেকের কাছে ম্রিয়মান লাগতে পারে। টিকে থাকার তাগিদ থাকলেও ক্ষমতাসীন সরকার কার্যত কোনো বাড়তি সুবিধাই পায় না।

হিটলারের নাৎসি জমানার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফেডারেল জার্মানির রাজনৈতিক কাঠামো ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের পাঠ্যবই হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, এমনটা বলা অত্যুক্তি হবে না। কনরাড আডেনাউয়ার, ভিলি ব্রান্ট, হেলমুট কোল বা আঙ্গেলা ম্যার্কেল চ্যান্সেলর হিসেবে দেশে বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রভাব রাখলেও তাঁদের হাতে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখার কোনো অবলম্বন ছিল না। প্রায় একটানা জোট সরকারের প্রয়োজনীয়তাও কোনো দলের হাতে ক্ষমতা অপব্যবহারের বিশেষ সুযোগ তুলে দেয় নি।

এমন পরিবেশে জার্মানির সংবাদ মাধ্যমও দলীয় রাজনীতির চাপ থেকে নিজেদের দূরে রাখতে মোটামুটি সক্ষম হয়েছে। এমনকি রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে চালিত 'পাবলিক মিডিয়া' হিসেবে পরিচিত রেডিও ও টেলিভিশন কেন্দ্রগুলিরও রক্ষাকবচ রয়েছে। জোট সরকারের শরিক দলের নেতাদের 'মাউথপিস' হয়ে ওঠে নি এআরডি, ডেডডিএফ বা ডয়চে ভেলের মতো সংবাদ মাধ্যম। বেসরকারি সংবাদপত্র, পত্রিকা বা টেলিভিশন চ্যানেলগুলির মধ্যে কয়েকটি রক্ষণশীল, বামপন্থি, উদারপন্থি বা পপুলিস্ট ভাবধারার ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত হলেও তাদের সেই চরিত্র পাঠক বা দর্শকদের কাছে অজানা নয়। ফলে নির্বাচিত সরকারের সমালোচনা ও চ্যান্সেলরসহ মন্ত্রিদের তুলোধোনা করতে কেউই পিছপা হয় না। বিরোধী নেতারাও সমালোচনার সম্মুখীন হন। শীর্ষ নেতাদেরও সেই চাপ মেনে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।

সোশাল মিডিয়ার রমরমা অবশ্য বর্তমানে জার্মানির এই ঈর্ষণীয় কাঠামোর ভিত্তি নাড়িয়ে দিচ্ছে। করোনা মহামারি থেকে শুরু করে শরণার্থী সংকট অনেক মানুষের কাছে মূল স্রোতের 'দায়িত্বশীল' সংবাদ মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। 'ফেক নিউজ' ও 'কনস্পিরাসি থিওরি' আঁকড়ে ধরে তারা প্রতিষ্ঠিত সংবাদ মাধ্যমকে আর বিশ্বাস করছে না। এমন মানুষের মনে নিরাপত্তাহীনতার অভাবের ফায়দা তুলতে এগিয়ে আসছে চরম দক্ষিণপন্থি শিবির। জনমত সমীক্ষায় এএফডি দল জাতীয় স্তরে দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি হয়ে উঠেছে। জার্মানির পূবের অনেক রাজ্যে এই দল এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠার পথে এগোচ্ছে। যুক্তি, তর্ক, তথ্য পরিসংখ্যানের বদলে অনেক মানুষ অন্ধ বিশ্বাস, বদ্ধমূল ধারণা, বুকে জমে থাকা ক্রোধ ও ভিত্তিহীন সংশয়কে আঁকড়ে ধরছেন।

বিশ্বের অনেক প্রান্তের মতো জার্মানিও গণতান্ত্রিক সমাজের 'শিক্ষিত' মানুষের বোধবুদ্ধির এমন সংকটের মুখে রয়েছে। সব জেনেশুনেও সে সব দেশের ভোটারদের একটা বড় অংশ প্রতিবাদী, চরমপন্থি, বিভাজনমূলক, জনমোহিনী রাজনৈতিক শক্তির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন। এর পরিণতি সম্পর্কে সংশয় থাকার কথা নয়।

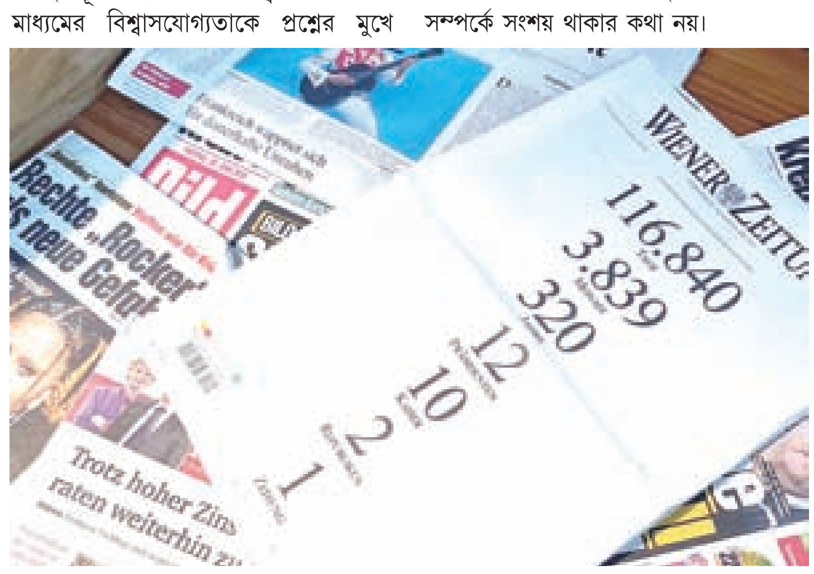

রাশিয়ার সেনাদের মুখে ইউক্রেন যুদ্ধ

কেউ পালিয়ে গেছেন কাজাখস্তান, কেউ বা জার্মানি। ইউক্রেন যুদ্ধ এতদিন চলবে, তারা কেউ ভাবেননি। বাভারিয়ার মিউনিখ শহরে চলছে অক্টোবর ফেস্ট। সেখান থেকে সামান্য দূরে শহরতলিতে বসবাস করেন ভ্যাসিলি। এটা তার নিজের নাম নয়। নাম প্রকাশ করলে রাশিয়ায় তার পরিবারের উপর আক্রমণ হতে পারে, তাই পরিচয় গোপন রাখতে চেয়েছেন তিনি। রাশিয়া থেকে পালিয়ে জার্মানিতে এসে বসবাস করছেন এই রাশিয়ার সেনা অফিসার। দীর্ঘদিন রাশিয়ার সেনা বাহিনীতে কাজ করেছেন তিনি। মাসখানেক আগে জার্মানিতে পালিয়ে এসেছেন। রাশিয়ার সেনায় বন্দুক চালানোর পল্টনে কাজ করতেন তিনি। বহুদিন ধরেই সেনাবাহিনীর কাঠামো এবং অবস্থা নিয়ে বিরক্ত ছিলেন তিনি। কাজ ছেড়ে অন্য কিছু করার কথা ভাবছিলেন। তারই মধ্যে শুরু হয় ইউক্রেন যুদ্ধ। ডিডাব্লিউকে ভ্যাসিলি জানিয়েছণ্ন, ''আমার বাবা ইউক্রেনের। তাই ইউক্রেনের মানুষ আমার নিজের লোক। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।'' কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন এই অনুরোধ শোনেননি। তিনি ডিক্রি ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধে না গেলে সেনা জওয়ান এবং অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ১০ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। এই সময় কম্যান্ডারের কাছ থেকে ফোন পান ওই অফিসার। যুদ্ধে যোগ না দিলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর কোনো উপায় না দেখে দেশ ছেড়ে পালান ভ্যাসিলি। জার্মানিতে এমন বেশ কিছু রাশিয়ার সেনা এসে আশ্রয় নিয়েছেন। তবে অধিকাংশই যাচ্ছেন কাজাখস্তান এবং আর্মেনিয়ায়। বেশ কিছু এনজিও তাদের পালানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে পৌঁছাতে হচ্ছে কাজাখস্তানে। ভিক্টরও সেভাবেই কাজাখস্তানে আশ্রয় নিয়েছেন। ডিডাব্লিউকে তিনি জানিয়েছেন, অন্তত ৫০০ রাশিয়ার সেনা আপাতত কাজাখস্তান এবং আর্মেনিয়াতে আছেন। ভিক্টরও এই সেনার নিজের নাম নয়। আপাতত কাজাখ রাজধানী আস্তানায় আছেন তিনি। রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে কমিউনিকেশন অফিসার ছিলেন তিনি। ইউক্রেন যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে ক্রাইমিয়ায় পাঠানো হয়েছিল তাকে। যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা এখনো মনে পড়ে তার। সকাল ৫টায় ঘুম থেকে তুলে তাদের বলা হয়েছিল, অনেকটা পথ যেতে হবে। তারা ইউক্রেনে প্রবেশ করেন। ডিডাব্লিউকে ভিক্টর বলেছেন, ''চোখের সামনে যুদ্ধবন্দিদের হত্যা করতে দেখেছি। আমাদের কম্যান্ডার সে কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে বেসামরিক মানুষদের উপর আক্রমণ আমরা চালাইনি। অনেক পরে ইন্টারনেটে সে সব ঘটনা পড়েছি।'' এপ্রিল পর্যন্ত যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন ভিক্টর। তারপর পালিয়ে এসেছেন। ওই ভয়াবহতা আর মেনে নিতে পারেননি। ইয়েভজেনিইও বাকিদের মতো পালিয়েছেন। স্পেশাল ইউনিটে কাজ করতেন তিনি। গরিব ঘরের ছেলে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন সামাজিক সম্মানের আশায়। ইউক্রেন যুদ্ধে তিনিও যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ডিডাব্লিউকে তিনি জানিয়েছেন, ''কিয়েভের দিকে যাওয়ার সময় সঙ্গে কোনো যুদ্ধবন্দিকে রাখা হচ্ছিল না। কারণ তাদের রাশিয়া ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা ছিল না। রাস্তাতেই তাদের খতম করা হচ্ছিল।'' তিনি নিজে অবশ্য এমন কোনো হত্যার সঙ্গে যুক্ত নন বলে জানিয়েছেন এই সেনা।

সাময়িকী

ইটালির বিখ্যাত টুপি বরসালিনো

হ্যাটের জগতে বিখ্যাত নাম 'বরসালিনো'। জনি ডেপ, কেইট মস ও জাস্টিন টিম্বারলেকসহ অনেকে ইটালির এই বিখ্যাত ব্র্যান্ডের হ্যাট পরেছেন। নতুন প্রজন্মকে আগ্রহী করতে নতুন একজন ক্রিয়েটিভ ডাইরেক্টর নিয়োগ দিয়েছে এই ব্র্যান্ড।

মিশায়েল কাডারাইট
কলামিস্ট

চওড়াধার, রুচিসম্মত এবং সবাই পরেন। বরসালিনো হ্যাট বা টুপি এমন এক স্টাইল আইকন, যা চলচ্চিত্র ও তার বাইরে বেশ পরিচিত। ১৬০ বছরের বেশি সময় ধরে উত্তর ইটালির আলেসান্দ্রিয়ায় এই টুপি তৈরি হচ্ছে। সেখানে এমনকি উনিশ শতকের কিছু যন্ত্রও আছে। কোম্পানির ক্রয় ব্যবস্থাপক আলেসান্দ্রো মোর্তারিনো জানান, ''এখানে কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমরা একই যন্ত্র ও কৌশল ব্যবহার করছি। বরসালিনো হ্যাট হাতে তৈরি। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আমরা আমাদের জ্ঞান হস্তান্তর করছি। এটাই আমাদের ব্র্যান্ড মূল্য।''

মধ্যবিত্তের জন্য টুপি বানাতে ১৮৫৭ সালে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জুসেপে বরসালিনো। ১৯১৪ সাল নাগাদ কোম্পানির কর্মীর সংখ্যা আড়াই হাজার পেরিয়ে গিয়েছিল। বরসালিনোর অবস্থা যখন তুঙ্গে ছিল, তখন প্রায় সব পুরুষেরা প্রতিবছর তৈরি হওয়া ২০ লাখের বেশি টুপির একটি পরতেন।

বর্তমানে সেই সংখ্যা কমে ৯০ হাজারে ঠেকেছে। একটি বরসালিনো টুপি তৈরি সম্পূর্ণ হওয়ার আগে একে আকার দিতে হয়, রং করতে হয়, আগুনে ঝালিয়ে নিতে হয়, মোম দিতে হয় ও সবশেষে সেলাই করতে হয়। ৫২ ধাপের পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে সাত সপ্তাহ লাগে।

কোম্পানির কর্মী রব্যার্তা চম্পি বলেন, ''বরসালিনো টুপির বিশেষত্ব হচ্ছে, পশমি কাপড়ের উপর ধীরে ধীরে কাজ করা হয়। সে কারণে হ্যাটটি সুন্দর ও নরম হয়। আমি পশমি কাপড় নিয়ে শুরুর দিকে কাজ করি, পরে যা বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর টুপিগুলোর একটি হয়ে ওঠে। এটা আপনাকে দারুণ গর্বিত করে।'' বরসালিনোর সাফল্য তুলে ধরতে আলেসান্দ্রিয়ায় একটি মিউজিয়ামও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর উদ্বোধনে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন অ্যান্থনি ডেলোন ও পল বেলমন্ডো। তারা ১৯৭০ সালে মুক্তি পাওয়া 'বরসালিনো' মুভিতে অভিনয় করা দুজন অভিনেতার ছেলে। 'বরসালিনো' এবং ইনগ্রিড ব্যার্গমান ও হামফ্রি বৌগাট অভিনীত 'কাসাব্লাংকা' মুভির কিছু দৃশ্য মিউজিয়ামে দেখানো হয়। আরও আছে কোম্পানির ১৬৬ বছরের ইতিহাসের অংশ এমন কিছু হ্যাট। বিভিন্ন ফ্যাশন হাউসের জন্য তৈরি হ্যাটের মডেলও সেখানে রাখা আছে যেমন সরোস্কি, ভ্যালেন্টিনো এবং ভারসাচি।

মিউজিয়ামের গাইড ডানিয়েল বেতেল্লা বলেন, ''বরসালিনো একটি ইটালীয় আইকন। ফিয়াট ৫০০ ও ভেসপার মতো। আপনি এটার ধার উঁচিয়ে বা নামিয়ে পরতে পারেন। আপনার যেভাবে ভালো লাগে। হ্যাট পরার পর আপনি যা হতে চান, হতে পারবেন।'' নতুন প্রজন্মকে আগ্রহী করতে নতুন একজন ক্রিয়েটিভ ডাইরেক্টর নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তার নাম ইয়াকোপো পলিটি। তিনি নতুন মডেলের নকশা করছেন। এর মধ্যে আছে বেসবল ক্যাপ, বিনি এবং নতুন করে তৈরি একটু বেশি চওড়া ধারের ক্ল্যাসিক হ্যাট। এসব কারণে মানুষ হ্যাটের প্রতি আবারও আগ্রহী হচ্ছে বলে জানান কোম্পানির ক্রয় ব্যবস্থাপক। ক্রয় ব্যবস্থাপক আলেসান্দ্রো মোর্তারিনোর দাবি, ''আমার মনে হয় তরুণ প্রজন্ম আবারও হ্যাট পরার আনন্দ আবিষ্কার করছে। তাই ফ্যাশন জগতে বরসালিনো ব্র্যান্ড আবার ফিরে আসছে।'' বরসালিনোর ক্রেতাদের প্রায় অর্ধেক এখন নারী। নতুন যে হ্যাটগুলো বাজারে এসেছে তার মধ্যে চোখজুড়ানো অনেক রংয়ের টুপি রয়েছে। ইতিমধ্যে ড্যাকোটা ফ্যানিং, জেসিকা চ্যাস্টেইনের মতো তারকাদের নতুন মডেলের হ্যাট পরতে দেখা গেছে। ভ্রমণের সুবিধার্থে এখনকার হ্যাটগুলো ভাঁজ করেও নেয়া যায়। তবে এখনও বেস্টসেলার হয়ে আছে ঃহামফ্রি বৌগাট বরসালিনো।

জানা অজানা

বিএসএফের গুলিতে ১৫ দিনে দ্বিতীয় বাংলাদেশি নিহত

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর গুলিতে চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বৃহস্পতিবার এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হন। দু সপ্তাহের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা এলাকায় এটি দ্বিতীয় বাংলাদেশি নাগরিক হত্যার ঘটনা। বৃহস্পতিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর সীমান্তের ভারতীয় ভূখণ্ডে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রবিউল হক (৪০) দামুড়হুদা উপজেলার পীরপুরকুল্লাহ গ্রামের মৃত রহমত উল্লাহর ছেলে। পীরপুরকুল্লাহ গ্রামের বাসিন্দারা জানান, রবিউল হক রাতের আঁধারে অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করলে রাঙ্গিয়ারপোতা ক্যাম্প থেকে বিএসএফের সদস্যরা তাকে আটক করে। আটকে রেখে নির্যাতন করার এক পর্যায়ে তাকে গুলি করা হলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। এ ঘটনার পর বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠক করে। চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাঈদ মোহাম্মাদ জাহিদুর রহমান এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এর আগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বেনীপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে মিজানুর রহমান নামের এক ব্যক্তি নিহত হন। ৫০ বছর বয়সি মিজানুরের মরদেহ ৭ দিন পর দুই দেশের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ফেরত দেয় বিএসএফ।

পাঠকের চিঠি

সনাতন হিন্দু ধর্ম সবথেকে নিরীহ,কমজোর, সস্তা ও দুর্বল ধর্ম

আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম সবথেকে নিরীহ,কমজোর, সস্তা ও দুর্বল ধর্ম তাই যে কেউ সনাতন ধর্ম কে যা তা বলে,গালাগাল দেয়,সনাতন ধর্ম কে ডেঙ্গু,মেলেরিয়া ও করোনার সাথে তুলনা করে ও শেষ করে দেওয়ার কথা বলে,আমাদের দেব দেবীদের মূর্তি ভাংগে, মন্দির ভাঙে,আমাদের ধর্ম শাস্ত্র গুলো কে পুড়িয়ে দেয়,আমাদের সাধু মহাত্মা ও অবতারদের অপমান করে,আমাদের মা ও বোনদের ইজ্জ্যাত কেড়ে নেয় তবু আমরা চুপ থাকি,নীরব থাকি,প্রতিবাদ করি না,গর্জে উঠি না।কারন আমরা সহন শীল হিন্দু জাতি,আমরা প্রেমের পূজারী,অহিংসার পূজারী।আমাদের মধ্যে একতা নেই।আমরা ভাষা, জাতি, বর্ণ,ও বিভিন্ন মত ও পথ নিয়ে বিভক্ত হয়ে বসে আছি।অন্য ধর্ম কে কেউ কু কথা,অপশব্দ বললে ও নিন্দা করলে সারা পৃথিবীতে আগুন জ্বলে যাবে।আমাদের ধর্মে অসুরদলনি দুর্গা,শক্তিদায়িনি কালি,ত্রিশূল ধারী শিব ও দশ মহাবিদ্যা আছে যারা অসুরদের বধ করতে পারেন,আমাদের ধর্মে ধনুক ধারী রাম আছেন, চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ আছেন,কুঠার ধারী পরশুরাম আছেন তবু আমরা অসহায় ও দুর্বল।আমাদের হিন্দু ধর্মে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ও বীর নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম হয়েছিলো,অগ্নি শিশু ক্ষুদিরামের জন্ম হয়েছিলো তবু আমরা অসহায়, দুর্বল, কাপুরুষ ও শক্তিহীন।আমরা আমাদের ধর্ম নিয়ে গর্ব করতে জানি না,আমাদের ধর্ম কে অপমান করলে তার প্রতিবাদ করতে জানি না বরং হি হি করে হাসি ও হাত তালি দি।আমরা হিন্দুরাই হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করি যা সত্যি চিন্তা জনক ও দুর্ভাগ্য।সনাতন হিন্দু জাতি আর কত অপমান সইবে আর কত দিন ঘুমিয়ে থাকবে।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

অভিনয় জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উঠছেন অভিনেত্রী মনিকা সিং

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ কর্ণপ্রিয় সোনালি গান এবং মনোমুগ্ধকর অভিনয় শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করার ক্ষমতা রাখে। বর্তমানে মানুষ মানসিক চাপমুক্ত থাকতে গান, গান, নাচ ও সিনেমাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এগুলো সব মানুষের বিনোদনের শক্তিশালী মাধ্যম। অভিনেতা অভিনেত্রীদের সশক্ত অভিনয়ের কারণে চলচ্চিত্র, নাটক ও ভিডিও অ্যালবাম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অভিনয় সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। অভিনয় শিল্প এক বিশাল সমুদ্র। অভিনয় করার প্রবণতা শৈশব থেকেই মানুষ এবং অন্যান্য জীবের মধ্যে বিদ্যমান। হাত, পা, চোখ, মুখ এবং মাথা নড়াচড়া করে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করার প্রবণতা সভ্য ও অসভ্য জাতিতে সমানভাবে পাওয়া যায়। তাদের অনুকরণমূলক কাজের একটি উদ্দেশ্য হল যে এটি তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মতো আনন্দ দেয় এবং দ্বিতীয়ত, এটি তাদের অনুভূতি অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে সহায়তা করে। এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের কারণে, শারীরিক বা শরীরের নড়াচড়া এবং মুখের অভিব্যক্তি তৈরি করা হয়েছিল, যা কথ্য ভাষার পরিবর্তে অভিনয়ে বা বন্য জাতিতে এটির সহায়তা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

জামশেদপুরের সোনারির বাসিন্দা মনিকা সিং এমনই একজন অভিনেত্রী যিনি নিজেকে প্রতিটি চরিত্রে মানিয়ে নেন। স্থানীয় প্রোডাকশন হাউসের সিনেমা, বাংলা ভিডিও অ্যালবাম এবং অ্যাড ফিল্মে জীবন্ত অভিনয় করে স্থানীয় চলচ্চিত্র জগতের এক উজ্জ্বল তারকা হয়ে উঠেছেন মনিকা সিং। এখন পর্যন্ত মনিকা সিং ১৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, বিভিন্ন ভাষায় ১,৫০০ টিরও বেশি ভিডিও অ্যালবাম, ঝাড়খণ্ড সরকারের ছয়টি বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মের দুটি ওয়েব সিরিজে কাজ করেছেন। মনিকা তার প্রাণবন্ত অভিনয়ের জন্য ঝাড়খণ্ড সরকারের মন্ত্রী জোবা মাঝির নিকট থেকে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন। মনিকা গানু ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত হচ্ছে 'মিলনের বেলা' ছবিটি। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে কাজ করছেন মনিকা সিং। মনিকা বলেন, অভিনয় আমার শখ। আমি বাংলা, হিন্দি, সাঁওতালি ও ভোজপুরি ভাষার ভিডিও অ্যালবাম, ওয়েব ফিল্ম এবং শর্ট ফিল্মে অভিনয় করেছি। ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন গল্প পড়ার শখ। এরই মধ্যে গল্পও লিখছি। গল্প পড়ার সময় বিভিন্ন চরিত্র ছিল, তাদের নিজস্ব জীবনধারা ছিল। জীবনের বিভিন্ন রঙ এবং তার বিভিন্ন আঙ্গিক দেখার ও জানার সুযোগ পেয়েছি। মনিকা বলেন, সিনেমা এমন একটি মাধ্যম যেখানে জীবনের প্রতিটি রঙ দেখা যায়। আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি যে আমি চলচ্চিত্রে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে পারি। কখনো তাকে সংস্কৃতিমনা পুত্রবধূ, কখনো বাধ্য কন্যা, কখনো মা, কখনো ডাক্তার আবার কখনো পুলিশের মতো জীবন যাপনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে প্রতিটি চরিত্র জীবনের ভিন্ন রঙ অনুভব করে।

অসম অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগের নতুন সংযোজন হিসাবে ১০ টি কাটামারাণ জাহাজ, ৩ টি টাগ বোট এবং ১ টি সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বোটের আনুষ্ঠানিক শুভারম্ভ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

অসমে শুরু নতুন রূপে মিতব্যয়ী পরিবহন ব্যবস্থা মন্তব্য মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ অসম অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগে ব্যাপক পরিবর্তন। পরিবহন পর্যটন দুটো ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে ১০ টি কাটামারাণ জাহাজ, ৩ টি টাগ বোট এবং ১ টি সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বোট। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যের অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগে এই নতুন সংযোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন। তিনি ফ্ল্যাগ অফ করে জাহাজগুলোর যাত্রার শুভারম্ভ করেছেন। রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। গুয়াহাটি মহানগরের লাচিত ঘাটে বৃহস্পতিবার অসম অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগের তরফে আযোজিত নতুন সংযোজনের শুভারম্ভ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগকে সেবার সমান্তরালভাবে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই নতুন সংযোজন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া এই কৌশলগত জাহাজের সংযোজন এক দূরদর্শী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকবে। যেটা অসমের নদী ব্যবস্থার বিপুল সম্ভাবনাকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিবহনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বলেন এদিন শুভারম্ভ হওয়া এই জাহাজগুলোর প্রবর্তনের ফলে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন এক নতুন রূপে গড়ে ওঠার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। যেটা কার্যক্ষমতা, সুরক্ষা এবং বহন ক্ষমতার ক্ষেত্রে অসংখ্য সুবিধার প্রদান করবে। বিশ্বের সবথেকে মিতব্যয়ী পরিবহন ব্যবস্থা হিসাবে পরিচিত জল পরিবহন এখন থেকে অসমের নতুন রূপে দেখা যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। একইভাবে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন ১০ টি কাটামারাণ জাহাজের সংযোজন অসমের পর্যটন ক্ষেত্রকে ব্যাপকভাবে উত্তরণ প্রদান করবে। নদী পর্যটন এর মাধ্যমে এক নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার শক্তিশালী নেতৃত্ব এবং দূরদর্শিতার জন্য অসমে বহুদিন পর পুনের একবার জল পরিবহন বিভাগ শক্তিশালী রূপে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। উল্লেখ্য এর নতুন ভাবে সংযোজিত হওয়া জাহাজগুলো ক্রমে মেসার্স সফট শিপইয়ার্ড প্রাইভেট লিমিটেড থেকে ক্রয় করা হয়েছে। জাহাজ গুলোর নাম রাখা হয়েছে এমভি উগ্রতারা, এমভি উমাচল, এমভি অশ্বক্লান্ত, এমবি জাহ্নবী এমবি সপ্তেস্বরী, এমবি ভাগ্যরথী, এমবি অলকানন্দা, এমবি সোণভ্রঙ্গী, এমভি ত্রিবেণী এবং এমবি শংকরী। এই প্রতিটি জাহাজ অসম অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগের বিভিন্ন ডিভিশনে পরিচালিত হবে। এরমধ্যে গুয়াহাটি মহানগরে ৬ টি জাহাজ, যোরহাটে ২ টি জাহাজ এবং ধুবড়িতে ২ টি জাহাজ পরিচালিত হবে। অন্যদিকে মহানগরের প্রস্তাবিত ৬ টি কাটামারাণ এর মধ্যে ২ টি জাহাজ কৌশলগতভাবে অসম পর্যটন ক্রুশ সার্কিট এর সঙ্গে একত্রিত করা হয়েছে। পরে সেটা অসম অভ্যন্তরীণ জলপথ কোম্পানি লিমিটেডের অধীনে কার্যকরী হবে। অসম পর্যটন ক্রুশ সার্কিট গুয়াহাটির ব্রহ্মপুত্র নদীর আশেপাশে থাকা চার পাঁচটি ধর্মীয় এবং পর্যটন স্থল নিয়ে গঠিত হয়েছে। প্রসঙ্গত রাজ্যজুড়ে অসংখ্য চাকরির জন্য এক নিরাপদ বহনক্ষম এবং নির্ভরযোগ্য পরিবহন পদ্ধতি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সাহায্যে অসম সরকার ব্রহ্মপুত্র এবং বরাক নদীতে উচ্চমানের যাত্রী এবং যানবাহন ফেরি সেবা একত্রিত করে অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহনের মান উন্নত করার জন্য অসম অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন সৃষ্টি করেছিল। অসমের জল পরিবহন ক্ষেত্রকে আধুনিকীকরণের জন্য বিশ্ব ব্যাংক পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে আসছে। যার মাধ্যমে ফেরি পরিকাঠামো উন্নতিকরণ, বন্দরের আধুনিকীকরণ, প্রতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বিকাশ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এদিন শুভারম্ভ হওয়া প্রতিটি কাটামারাণে ১০০ যাত্রী এবং ৫০টি মোটরবাইক বহন করে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। মোট ৩৮.৪৩ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ১০ টি অত্যাধুনিক কাটামারাণ জাহাজ প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রতিটির দৈর্ঘ্য ৩১.২০ মিটার এবং প্রস্থ ১০.২০ মিটার। এই আধুনিক সামুদ্রিক জাহাজে রয়েছে ২খ১৮০ হর্সপাওয়ার যুক্ত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ইঞ্জিন।

ক্রিকেট বিশ্বকাপের আগেই গুয়াহাটির মাটিতে পা ফেলা টিম ইন্ডিয়ার জ্বরে আক্রান্ত মহানগরবাসী

শুক্রবার বাংলাদেশ-শ্রীলংকা ওয়ার্মআপ ম্যাচ, ভারত-ইংল্যান্ড ওয়ার্মআপ ম্যাচ ৩০ সেপ্টেম্বর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আগামী অক্টোবরে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট বিশ্বকাপের আগেই টিম ইন্ডিয়ার জ্বরে আক্রান্ত গুয়াহাটিবাসী। মহানগরের গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন কয়েক হাজার ক্রিকেট প্রেমী। ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি এবং অধিনায়ক রোহিত শর্মা ছিলেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

প্রসঙ্গত ওয়ার্মআপ ম্যাচের জন্য ইতিমধ্যে মহানগরে এসে উপস্থিত হয়েছে বাংলাদেশ এবং শ্রীলংকার ক্রিকেট দল। শুক্রবার মহানগরের বর্ষপাড়া স্থিত ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এই দলটির মধ্যে ওয়ার্মআপ ম্যাচ। তাছাড়া আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ওয়ার্মআপ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ভারত এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে। এই প্রস্তাবিত ওয়ার্মআপ ম্যাচের উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার বিকালে মহানগরের গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। মধ্যরাতে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট দল গুয়াহাটি এসে উপস্থিত হবে বলে জানা গেছে।

অধিনায়ক রোহিত শর্মা, তারকাযুক্ত ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি সহ এক এক করে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সদস্যরা বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে সোজা নিজেদের বাসে উঠে পড়েন। এদিকে ভারতীয় ক্রিকেট দল বিমানবন্দরে এসে পৌঁছানোর খবর আগের থেকে ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে হাজার হাজার ক্রিকেটপ্রেমী সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ক্রিকেটপ্রেমীদের উন্মাদনা, চিৎকার এবং পছন্দের তারকাদের নাম উচ্চারণ তথা ইন্ডিয়া নামের ধ্বনি দেওয়ার ফলে সম্পূর্ণ বিমানবন্দরের পরিবেশ উত্থাল হয়ে ওঠে। তবে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েনের ফলে টিম ইন্ডিয়া আগমন সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়। ভারতীয় দলের ক্রিকেট সদস্যদের নিয়ে বাসটি সরাসরি রেডিসন ব্লু হোটেলে এসে উপস্থিত হয়েছে। উল্লেখ্য বাংলাদেশ এবং শ্রীলংকার ক্রিকেট দল মহানগরের খানাপাড়া স্থিত বিভান্তা হোটেলে রয়েছে।

কংগ্রেসের বাগানে বাগানে চাঙ্গে চাঙ্গে চরে চরে যাত্রাকে অদ্ভুত কার্যসূচি আখ্যা দিয়ে বিজেপি সাধারণ জনতার মনে মনে অন্তরে অন্তরে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সভাপতি ভূপেন বরাকে চ্যালেঞ্জ মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ কংগ্রেসের চরে চরে যাত্রাকে কেন্দ্র উত্তপ্ত রাজ্যের রাজনীতি। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শাসক দল বিজেপি ইতিমধ্যে সাড়া দিয়েছে। অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার ঘোষণা অনুযায়ী ১৪ দিনের চরে চরে যাত্রা সংক্রান্ত এবার প্রতিক্রিয় প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বিজেপি সাধারণ জনতার মনে মনে অন্তরে অন্তরে রয়েছে। কংগ্রেসের বাগানে বাগানে চাঙ্গে চাঙ্গে চরে চরে যাত্রাকে অদ্ভুত কার্যসূচি আখ্যা দিয়েছেন তিনি। তাছাড়া কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকা। তার বিধানসভা কেন্দ্রে এসে তাকে পরাজিত করার জন্য কংগ্রেস সভাপতিকে এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ১৪ দিনের চরে চরে যাত্রার বিষয়টি ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই বিজেপির মন্ত্রী বিধায়করা এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা, মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া, বিধায়ক মানব ডেকা, বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন প্রমুখ বিজেপি নেতারা এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে হাস্য কৌতুহলের মাধ্যমে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এবং সভাপতি ভূপেন বরার কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। বিজেপি নেতাদের মূল বক্তব্য চর এলাকা ছাড়া কংগ্রেসের যাওয়ার অন্য স্থান নেই। ফলে কংগ্রেসকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে শাসক দলটি। এরপর এই বিষয়ে সরব হয়ে উঠেছে এআইইউডিএফ। দলটির বিধায়ক মুজিবুর রহমান এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বলেছেন চর এলাকায় যাওয়ার নৈতিক অধিকার নেই কংগ্রেসের। এবার এই বিষয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন হঠাৎ করে কংগ্রেস অদ্ভুত ধরনের কার্যসূচি হাতে নিচ্ছে। দলটির বাগানে বাগানে চাঙ্গে চাঙ্গে চরে চরে যাত্রাকে অদ্ভুত কার্যসূচি বলে আখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এবার কংগ্রেস গাছে গাছে যাত্রা করবে। তবে বিজেপি সাধারণ জনতার অন্তরে অন্তরে থাকবে। সাধারণ মানুষের মনে মনে শুধুমাত্র বিজেপি স্থান নেবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। এই মন্তব্যের মাধ্যমে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এক মোক্ষম আঘাত হেনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার মতামত অনুযায়ী কংগ্রেস বাগানে বাগানে চাঙ্গে চাঙ্গে চরে চরে যেখানে যাত্রা করার করুক এক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। তবে বিজেপি সাধারণ জনতার অন্তরে অন্তরে মনে মনে থাকবে বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিকে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকা। তার বিধানসভা কেন্দ্রে এসে তাকে পরাজিত করার জন্য কংগ্রেস সভাপতিকে এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা পরবর্তী নির্বাচনে নিজের বিধানসভা কেন্দ্র থেকে পরাজিত হতে পারেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সভাপতি ভূপেন বরা। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মন্ত্রী বলেন তিনি তাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন যাতে ভূপেন বরা তার বিধানসভা কেন্দ্রে তার বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান করে তাকে পরাজিত করার চেষ্টা করেন। তবে একই তৎপরতা তিনি স্বয়ং করবেন বলেও জানান মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা। তিনি বলেন এই একই পদক্ষেপ ভূপেন বরার বিরুদ্ধে নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে তাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য কংগ্রেস সভাপতির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী হাজারিকা। অন্যদিকে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা বলেন আগামী ২০ বছরেও কংগ্রেস শাসনে ফিরতে পারবে না। স্বাধীনতার পর থেকে শুধুমাত্র একই গান্ধী পরিবারের সেবা করা কংগ্রেস এতদিন ধরে দেশবাসীকে টুপি পরিয়ে রেখেছিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতি বদলে গেছে। ফলে বছর বছর সময় ধরে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফেরার সুযোগ পাবে না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা।

মাধ্যমিক পরীক্ষার মাসুল বৃদ্ধির গুজব সরাসরি অস্বীকার সেবার

২০২২ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত একই মাসুল ধার্য করা রয়েছে বলে ঘোষণা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার মাসুল বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে প্রচারিত খবর সরাসরি নস্যাৎ করেছে সেবা। এটাকে গুজব আখ্যা দিয়ে ২০২২ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত একই মাসুল ধার্য করা রয়েছে বলে জানিয়েছেন সেবার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নয়ন জ্যোতি শর্মা। তিনি বলেন এক্ষেত্রে প্রচারিত তথ্যে সত্যতা নেই। কারণ মেট্রিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের উপর কোনো ধরনের অতিরিক্ত মাশুল বৃদ্ধি করা হয়নি। প্রসঙ্গত রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর হওয়ার পর ২০২৩ সালে অনুষ্ঠেয় মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য মাসুল বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে একাংশ পচার মাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। এরপরেই দশম শ্রেণীর প্রতিজন ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক কর্তৃকরার সৃষ্টি হয়েছে। শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রী নয় অভিভাবক সহ শিক্ষা জগতের সঙ্গে জড়িত প্রতিজন ব্যক্তি এক্ষেত্রে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এমনকি অসম তৃণমূল কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার সেবার অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত মাসুল বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়ে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেছে।

অবশেষে এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সেবার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নয়ন জ্যোতি শর্মা। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন মেট্রিক পরীক্ষার জন্য মাসুল বৃদ্ধি করেনি সেবা। ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের জন্য একই মাসুল ইতিমধ্যে নির্ধারিত করা রয়েছে। যেটার মধ্যে রয়েছে এক্সামিনেশন ফিস ৭৫০ টাকা, সেন্টার ফিস ৩৫০ টাকা, প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন ফিস ১৫০ টাকা। ফলে প্র্যাকটিক্যাল না থাকা ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাসুল হবে ১০৫০ টাকা। অন্যদিকে প্রাকটিক্যাল থাকা ছাত্রছাত্রীদের ১২০০ টাকা মাসুল হিসেবে দিতে হবে। তাছাড়া শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের জন্য অ্যানুয়াল রিকগনিশন ফিস বাবদ ১০০০ টাকা ধার্য করা রয়েছে। তবে এটার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের কোন সম্পর্ক নেই। ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের জন্য ধার্য অ্যানুয়াল রিকগনিশন ফিস বাবদ ১০০০ টাকা দিতে হবে না বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। ছাত্রছাত্রীদের শুধুমাত্র ১০৫০ টাকা কিংবা ১২০০ টাকা পরীক্ষার মাশুল হিসাবে আদায় দিতে হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন সেবার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নয়ন জ্যোতি শর্মা।

অক্টোবরে ২২ হাজার পদের নিযুক্তির জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

আগামী ৭ অক্টোবর প্রকাশ পাবে অসম পুলিশের ৫০০০ পদের বিজ্ঞাপন

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের জন্য সুখবর। ফের নিযুক্তি প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে অসম সরকার। এক লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পালন করে ইতিমধ্যে প্রায় ৯০০০০ পদ পূরণ করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এবার ফের ২২০০০ সরকারি চাকরির জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। অর্থাৎ এই ২২ হাজার চাকরি হওয়ার পর মোট সংখ্যা ১ লক্ষ ১০ হাজার হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য ২০২১ সালে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিযোগের ক্ষেত্রে তৎপর হয়ে উঠেন। বিশেষ করে বিজেপির নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১ লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়েছে। মাঝেমধ্যে কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে সরকারি চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। অবশেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে গত ২৫ মে গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়ায় রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গের চাকরির পাশাপাশি অন্যান্য মিলিয়ে মোট ৪৪৭০৩ টি পদের জন্য একসাথে নিয়োগপত্র বিতরণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এরপরেও ২২ হাজার চাকরির পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে বলে তিনি বারংবার মন্তব্য করেছেন। অবশেষে এই ঘোষণা বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন আগামী মাস অক্টোবরে ২২ হাজার পদের নিযুক্তির জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করবে অসম সরকার। তাছাড়া আগামী ৭ অক্টোবর অসম পুলিশের ৫০০০ পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে চলেছে। এই ২২ হাজারের নিযুক্তি পর্ব সম্পূর্ণ হওয়ার পর রাজ্যের মোট নিযোগের সংখ্যা হবে ১ লক্ষ ১০ হাজার। অর্থাৎ বিজেপি সরকার এক লক্ষ সরকারি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিলেও আগামী অক্টোবরে ২২ হাজার পদে নতুন নিযুক্তি হওয়ার পর এই সংখ্যা এক লক্ষ অতিক্রম করবে। এই বিষয়টি স্বয়ং উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

’৯৬ বিশ্বকাপ জয়ই শ্রীলঙ্কার জন্য ‘অভিশাপ’

কলকাতা ঃ এখন পর্যন্ত শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটের সেরা অর্জন ১৯৯৬ বিশ্বকাপ জয়। যে জয়ের মাধ্যমে বিশ্ব ক্রিকেটে বড় দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বীপ দেশটি। বিশ্বকাপ জেতার পরের দেড় দশকের মধ্যে আরও দুইবার বিশ্বকাপ ফাইনালও খেলে শ্রীলঙ্কা। ২০১৪ সালে জেতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও। তবে সাফল্যের চূড়ায় ওঠা সেই ৯৬’ আসরই শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটে দুর্নীতি এবং অবনতির বীজ বুনে দিয়েছে বলে মনে করেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক অর্জুনা রানাতুঙ্গা। তাঁর মতে, বিশ্বকাপ জেতাটাই শ্রীলঙ্কার জন্য ‘অভিশাপ’ হয়ে গেছে। ২৭ বছর আগে শ্রীলঙ্কা বিশ্বকাপ জিতেছিল লাহোরে অনুষ্ঠিত ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে ৭ উইকেটে হারিয়ে। সে দিন দেশটির ক্রিকেট নতুন উচ্চতায় ওঠার পাশাপাশি নিচে নেমে যাওয়ার শুরুটাও হয় বলে এএফপিকে বলেছেন রানাতুঙ্গা, ‘১৯৯৬ বিশ্বকাপ জেতাটা প্রচ্ছন্নভাবে একটা অভিশাপ। ওই জয়ের পর আমাদের ক্রিকেটে প্রচুর টাকা ঢুকল। আমরা দেখলাম বোর্ডে অনেক দুর্নীতিবাজও ঢুকে গেল। সেটা ছিল শেষের শুরু।’ ৯ বছর আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা শ্রীলঙ্কা গত কয়েক বছর ধরে অবনতির ধারায় চলছে। এই মুহূর্তে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে তারা আট নম্বরের দল। ২০২৩ বিশ্বকাপে জায়গা করতে প্রথমবারের মতো বাছাইপর্বও খেলতে হয়েছে দাসুন শানাকাদের। বিশ্বকাপে মাঠে নামার আগেও খুব একটা স্বস্তিকর অভিজ্ঞতা হয়নি দলটির। এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের কাছে মাত্র ৫০ রানে অলআউট হয়ে যাওয়ার পর অধিনায়ক শানাকাকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিও উঠেছিল দেশটিতে।

মাঠের ক্রিকেটে পিছিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি শ্রীলঙ্কার নাম জড়িয়েছে খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের ম্যাচ গড়পেটা ও অন্যান্য দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডে। ২০১৯ সালে দেশটির তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছিলেন, ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি শ্রীলঙ্কাকে সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ ক্রিকেট দেশগুলোর একটি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ওই বছরই খেলাধুলায় দুর্নীতিকে ‘ক্রিমিনাল অফেন্স’ হিসেবে একটি আইন প্রনয়ন করে শ্রীলঙ্কা, যদিও এর মধ্যে বিচারের আওতায় এসেছেন মাত্র ১ জন খেলোয়াড়।

তবে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) সচিব মোহন ডি সিলভার মতে, মাঠের দুর্দশার কারণ ভালোমানের খেলোয়াড়ের অপ্রাপ্যতা, ‘শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের মূল যে জায়গাটা স্কুল ক্রিকেট, সেখান থেকে ভালোমানের খেলোয়াড় কম পাওয়া যাচ্ছে। যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে সিনিয়র লেভেলে।’

তবে ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার দামিন্দা ভিজেসুরিয়ার বক্তব্য ভিন্ন। ডেইলি লঙ্কাদীপায় কাজ করা ভিজেসুরিয়ার মতে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটের পিছিয়ে যাওয়ার কারণ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, ‘আমরা দীর্ঘমেয়াদী কৌশল এবং পরিষ্কার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারিনি। এখানে হস্তক্ষেপের ব্যাপার আছে। কিছু খেলোয়াড়ের দলে জায়গা হয় রাজনৈতিক খুঁটির জোরে।’ বাছাইপর্ব পেরিয়ে বিশ্বকাপে জায়গা করা শ্রীলঙ্কার এবারের ভালো ফল নিয়ে সন্দিহান তিনি, ‘আমার তো ভয় হয় এবারের বিশ্বকাপে আমরা কেঁদেকেটে না শেষ করে আসি। আমরা যদি ৯ ম্যাচের চারটিতে জিতি, তাতেই আমি খুশি। আর ৭-৮টা জিতে সেমিফাইনালে গেলে তো খুবই ভালো। বিশ্বকাপ জেতাটা হবে বোনাস।’ শ্রীলঙ্কা কি সমর্থকদের ‘বোনাস’ উপহার দেবে, নাকি খুশি রাখা বা অংশগ্রহণেই সীমাবদ্ধ থাকবে, সেটা মাসখানেকের মধ্যেই বোঝা যাবে। বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার অভিযান শুরু হবে ৭ অক্টোবর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে।

ভারতের বিশ্বকাপ দলে অশ্বিন, অস্ট্রেলিয়ায় লাবুশেন

কলকাতা ঃ একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপের চূড়ান্ত ভারতীয় দলে ঢুকলেন অশ্বিন। অস্ট্রেলিয়ার দলে এলেন লাবুশেন।

রবিচন্দ্রন অশ্বিন দলে ঢুকেছেন আহত অক্ষর প্যাটেলের জায়গায়। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে আহত হয়েছিলেন অক্ষর। তবে ভারতের প্রাথমিক দল ঘোষণার পরেই অশ্বিনকে দলে নেয়ার দাবি উঠেছিল। কারণ, দলে তিনজন বাঁহাতি স্পিনার ছিলেন, জাদেজা,কুলদীপ ও অক্ষর প্যাটেল। কিন্তু একজনও ডানহাতি অফ স্পিনার ছিলেন না। এই খামতি দূর করার জন্য বিশ্বকাপের দলে অশ্বিনকে দলে নেয়ার দাবি ওঠে।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভালো বল করেছেন অশ্বিন। বলে বৈচিত্র এনেছেন। উইকেট পেয়েছেন। তারপর অধিনায়ক রোহিত শর্মাও বলেছিলেন, অশ্বিন একবছর একদিনের ক্রিকেট না খেললেও তার বিপুল অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেটাই তার পুঁজি। তাছাড়া ভারতের মাটিতে অশ্বিন খুবই কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেন। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের বিরুদ্ধে, যাদের ব্যাটাররা অফ স্পিন খেলতে অসুবিধায় পড়েন।

ভারচের প্রথম ম্যাচ ৮ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, চেন্নাইয়ে। ১৪ তারিখ আমেদাবাদে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণ।

অস্ট্রেলিয়ার চূড়ান্ত দলে একটি পরিবর্তন হয়েছে। সেখানে অ্যাশটন আগরকে বাদ দিয়ে নেয়া হয়েছে লাবুশেনকে। সম্প্রতি ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে লাবুশেন বালো ব্যাট করেছেন। রান পেয়েছেন। তাই বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পেলেন তিনি। তবে একটা ঝুঁকি নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাশটন স্পিনার। তাকে বাদ দেয়ার পর এখন অস্ট্রেলিয়া দলে বিশেষজ্ঞ স্পিনার বলতে থাকলেন শুধু জাম্পা। তবে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, স্মিথ এবং লাবুশেনও স্পিন বল করতে পারেন। জাম্পার সঙ্গে পার্টটাইম স্পিনার দিয়েই কাজ চালাবে অস্ট্রেলিয়া।

এছাড়া ট্রেভিস হেডের চোট পুরোপুরি না সারলেও তাকে দলে রাখা হয়েছে। নির্বাচন কমিটির প্রধান বেইলি বলেছেন, পরের দিকে হেড খেলতে পারবেন।

পাকিস্তানকে ভারতের চেয়ে পিছিয়ে রাখছেন কেন ওয়াকার

হায়দরাবাদ ঃ ওয়াকার ইউনিসের এমন কথায় পাকিস্তানের সমর্থকদের মন খারাপ হতেই পারে। টুর্নামেন্টটির নাম বিশ্বকাপ, সেখানে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের মুখোমুখিও হতে হবে। আর এত বড় একটি টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ওয়াকার কিনা ভারতের তুলনায় পিছিয়ে রাখছেন পাকিস্তানকে!

ভারতের তুলনায় পাকিস্তানকে পিছিয়ে রাখার পেছনে ওয়াকারের যুক্তি, প্রস্তুতির ঘাটতি। ভারতের সংবাদমাধ্যম ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’কে ওয়াকার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ভারতের কাছে ২২৮ রানে হেরেছে পাকিস্তান। অত বড় ব্যবধানে হারের একটা মানসিক ধাক্কা তো আছেই।

এ ছাড়া চোটের কারণে পেসার নাসিম শাহকে বিশ্বকাপে নিয়ে যেতে পারেনি পাকিস্তান। বিশ্বকাপে এটা বাবর আজমের দলের জন্য বেশ বড় ধাক্কা বলেই মনে করেন ওয়াকার। আর এসব কারণ মিলিয়েই পাকিস্তানকে এই মুহূর্তে ভারতের চেয়ে পিছিয়ে রাখেন কিংবদন্তি এই পেসার।

বিশ্বকাপে আগামী ১৪ অক্টোবর আহমেদাবাদে ভারতের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। হাই ভোল্টেজ এই ম্যাচ মাথায় রেখে কথাগুলো বলেছেন ওয়াকার, ‘আমরা সবাই জানি, এটাই সবচেয়ে বড় ম্যাচ। তাই আহমেদাবাদে খেলার সময় স্নায়ুর চাপ সামলাতে হবে। আর ব্যাপারটা এমন নয় যে পাকিস্তান ভারতের তুলনায় দুর্বল দল বলে শুধু তারাই চাপে থাকবে। ভারতও চাপে থাকবে, স্টেডিয়ামের দর্শক দুই দলের ওপরই চাপ তৈরি করবে।’

পাকিস্তানের সাবেক এই কোচ এরপর দুই দলের শক্তিমত্তা ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, ‘আমরা যদি দুই দলের পারফরম্যান্স যাচাই করি, তাহলে অবশ্যই ভারত তুলনামূলক শক্তিশালী দল। আর পাকিস্তান এই মুহূর্তে ওঠানামার মধ্যে আছে। নাসিম শাহর অনুপস্থিতি টের পাবে পাকিস্তান। কারণ, শাহিন আফ্রিদি ও নাসিম শাহ নতুন বলে একে অপরকে সাহায্য করে।’

এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে কাঁধে চোট পেয়েছিলেন নাসিম শাহ। এরপর ছিটকে পড়েন বিশ্বকাপ থেকে। তাঁর জায়গায় নেওয়া হয়েছে আরেক পেসার হাসান আলীকে। ২৯ বছর বয়সী হাসান অভিজ্ঞ হলেও বিশ্বকাপের মতো বড় মাপের টুর্নামেন্টে চাপের মুখে পারফর্ম করা তাঁর জন্য কঠিন হবে বলেই মনে করেন ওয়াকার, ‘হাসান আলীকে তার (নাসিম শাহ) বদলি হিসেবে নেওয়া হয়েছে এবং সে অভিজ্ঞও। এর আগে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে সে। কিন্তু আমার মনে হয়, হঠাৎ দলে এসে এমন টুর্নামেন্টে পারফর্ম করা তার জন্য কঠিন হবে।’ সব দিক বিচারে ভারতকেই এগিয়ে রাখছেন ওয়াকার, ‘প্রতিটি বিভাগ ধরে ধরে যাচাই করলে দেখা যাবে আর কোনো দলই ভারতের সমপর্যায়ে নেই। কারণ, তাদের ভালো স্পিনারও আছে, কুলদীপ ও জাদেজারা এখন একাদশের খেলোয়াড়। তাদের বেঞ্চও শক্তিশালী।’ ৬ অক্টোবর হায়দরাবাদে নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে পাকিস্তান।

৯০ মিটার ছক্কায় ৮ রান, ১০০ মিটারে ১০ রান চান রোহিত

কলকাতা ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ একটা ছক্কা কত দূর গেল, টেলিভিশনে এটি দেখানো এখন নিয়মিত ঘটনা। তবে সেটি শুধু দর্শকদের বিনোদনের জন্যই, ছক্কার দৈর্ঘ্যভেদে ব্যাটসম্যানের কোনো বাড়তি প্রাপ্তি ঘটে না। ব্যাপারটা এমন, গ্রেডিং পদ্ধতিতে আপনি ৮০ পেলেও এ প্লাস, ১০০ পেলেও তাই। তবে ক্রিকেটে যদি কোনো নিয়ম যোগ করার সুযোগ থাকত, তাহলে ছক্কার দৈর্ঘ্য অনুযায়ী বাড়তি রান দিতেন রোহিত শর্মা। এমনিতে ভারত অধিনায়ককে ‘হিটম্যান’ ডাকা হলেও তিনি যে ক্রিস গেইল, কাইরন পোলার্ডদের মতো লম্বা লম্বা ছক্কা মারেন, তা নয়। এরপরও ওই নিয়মের কথা বলছেন তিনি। সম্প্রতি ইউটিউবে বিমল কুমার নামের এক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এমন কথা বলেছেন ওয়ানডেতে তৃতীয় সর্বোচ্চ ছক্কা মারা এ ব্যাটসম্যান। ক্রিকেটকে আরেকটু চমকপ্রদ করতে যদি একটি নিয়ম যোগ করা যেত, তাহলে কোনটি করতেন এমন এক প্রশ্নের জবাবে রোহিত বলেন, ‘আমরা যে ছক্কা মারি ৭০-৮০ মিটারের মতো, ৯০ মিটার মারলে ৮ রান দেওয়া উচিত। ১০০ মিটার মারলে ১০ রান দেওয়া উচিত। বড় ছক্কা মারার পুরস্কার তো দিতে হবে!’ রোহিতের মতে, ‘(ব্যাটসম্যান) বড় ছক্কা মারুক কিংবা শুধু বাউন্ডারির একটু ওপাশে নিয়ে বল ফেলুক, ওই ছয় রানই দেওয়া হয়। তাহলে ক্রিস গেইল ও আমার মধ্যে পার্থক্য কী হলো? গেইল বড় ছক্কা মারে, পোলার্ডও আছে। আর আমরা (হাতে কল্পিত ব্যাট দেখিয়ে) এদিক-সেদিক করে মেরে দিই শুধু। এটা আমার কাছে একটু অবিচার বলেই মনে হয়।’ পরে টুইটারে রোহিতের এ কথার প্রসঙ্গ টেনে সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেভিন পিটারসেন বলেন, ‘কয়েক বছর আগে আমি কী বলেছিলাম? ধন্যবাদ, রোহিত।’ ২০২১ সালের জুলাইয়ে টুইটারেই পিটারসেন বলেছিলেন, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নতুন একটি নিয়ম দেখতে চান তিনি। সেটি হলো, ‘যদি কোনো খেলোয়াড়ের মারা ছক্কা ১০০ মিটারের বেশি যায়, তাহলে ১২ রান দেওয়া হোক। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এটি করা যায়। অথবা ইংল্যান্ড ক্রিকেট দ্য হান্ড্রেডে এটি চালু করতে পারে।’ এমন নিয়মের কথা রোহিত এর আগে এভাবে না বললেও তাঁর বড় ছক্কা না মারা প্রসঙ্গে এর উল্লেখ করেছিলেন। সর্বশেষ আইপিএলে পোলার্ড-টিম ডেভিডদের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস অধিনায়ক বলেছিলেন, ‘আমি জানি, টিম ডেভিড, কাইরন পোলার্ড, ক্যামেরন গ্রিনদের শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব না। তারা অনেক জোরে মারতে পারে, ১০০ মিটার সহজেই পার করতে পারে। তবে আমার ভাবনা হলো, ৬৫-৭০ মিটারেই যদি ছক্কা পেয়ে যাই, আমার শুধু ৮০ মিটার মারতে হবে। ১০০ মিটার মারার দরকার কেন? আপনি যদি ৮ রান দেন, তাহলেই এমন করব আমি।’ এরপর তিনি যোগ করেছিলেন, ‘আমি ৮০ মিটার মারব, কারণ এতে ছয় রান পাচ্ছি, আর এ জন্য আমার টাইমিং করতে হবে। অন্যদের মতো পেশিশক্তির জোরে মারতে হবে না। এটি তাদের শক্তিমত্তা। আমার শক্তিমত্তার জায়গা বল ব্যাটের মাঝে লাগানো, যেটিকে আমরা সুইট স্পট বলি।’ এবার দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলবে ভারত। চার বছর আগের টুর্নামেংটে রোহিতই ছিলেন সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। এক আসরে রেকর্ড ৫টি সেঞ্চুরিও করেছিলেন তিনি। এবার তাঁর কাঁধেই ভারতের নেতৃত্বের ভার।

ইরাকের প্রধানমন্ত্রী বিয়ের অনুষ্ঠানে অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন

মসুল (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইরাকের প্রধানমন্ত্রী দেশটির উত্তরাঞ্চলে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১০০ জন নিহত হওয়ার কয়েক দিন পর বৃহস্পতিবার আহত রোগী ও নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, মোহাম্মদ শিয়া আল সুদানি বৃহস্পতিবার ভোরে মন্ত্রী ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধি দলসহ নিনভেহ প্রদেশে পৌঁছান। তিনি হামদানিয়া এবং আল জুমহুরি হাসপাতালে আহত ও নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে তিনি সিরিয়েক ক্যাথলিক মার বেহনাম মনাষ্ট্রি (মঠ)পরিদর্শন করেন এবং ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের প্রতি সমবেদনা জানান। মঙ্গলবার রাতে মসুলের কাছে হামদানিয়ায় একটি খৃস্টান অধ্যুষিত এলাকার হাইথাম রয়্যাল ওয়েডিং হলের সিলিঙে পাইরোটেকনিক মেশিনে আগুন লাগার পর আতঙ্কিত প্রায় ২৫০ জন অতিথি জরুরী দরজার দিকে ভিড় করেন। এক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা এপিকে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেনযে গুরুতরভাবে দগ্ধ দুই ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তাদের একজন ৩০ বছর বয়সের এক নারী ও চার বছর বয়সী এক শিশু। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঐ ঘটনায় প্রায় ১০০ জন নিহত হয়েছে আর মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে এবং আরও অন্তত ১০০ জন আহত হয়েছেন যাদের অনেকেই

গুরুতরভাবে আগুনে পুড়ে গেছেন। বিয়ের অনুষ্ঠান যেখানে হয়েছে সেই ভেন্যুর মালিকদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা নীতিমালা লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে। মসুল পৌরসভা বুধবার আহ্বান জানিয়েছে যে যেসব হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং অন্যান্য স্থানগুলোর নিরাপত্তা অনুমোদন নেই বা যারা সতর্কতা উপেক্ষা করছে তারা যেন ঐসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রাখে।

জার্মানির কাছে অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রপ্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিক্রি করবে ইসরাইল

ইসরাইল ঃ বৃহস্পতিবার ইসরাইল জার্মানির কাছে তার অত্যাধুনিক অ্যারো ৩টি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিক্রি করার জন্য ৩৫০ কোটি ডলারের চুক্তি চূড়ান্ত করেছে। দেশটি ইউক্রেনকে ধ্বংস করেছে এমন ধরনের বিমান হামলা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চায়।

জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াস সাংবাদিকদের বলেন, ইউক্রেনে প্রতিদিনের রুশ হামলা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিমান প্রতিরক্ষা সাধারণভাবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।বিমান প্রতিরক্ষা, বিশেষ করে ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে আমাদের জন্য অপরিহার্য।

পিস্টোরিয়াস অ্যারো ৩কে সেরা না হলেও সেরা ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে একটি বলে অভিহিত করেন। বার্লিন ২০২৫ সালের শেষের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র বিরোধী প্রযুক্তি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছে এবং এটিকে তারা বৃহত্তর নেটো বিমান প্রতিরক্ষা কর্মসূচীতে একীভূত করবে।

গত বছর বার্লিন ইউরোপিয়ান স্কাই শিল্ড ইনিশিয়েটিভের নেতৃত্ব দিয়েছিল। এটি একটি বিস্তৃত বিমান প্রতিরক্ষা অভিযান যা বর্তমানে ১৯টি দেশে কাজ করে।

যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে অ্যারো নির্মাণে সহায়তা করেছিল এবং আগস্ট মাসে জার্মান ইসরাইল চুক্তিকে সবুজ সংকেত দিয়েছিল।

ইসরাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট বলেন, আজ দুটি ছোট্ট স্বাক্ষরের মাধ্যমে আমরা ইতিহাস তৈরি করেছি। গ্যালান্ট বার্লিনকে একটি সময়োপযোগী এবং কার্যকর হস্তান্তর এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

গ্যালান্টের বক্তব্যে ইসরাইলের জাতীয় নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্বে জার্মানির অবদানের কথা তুলে ধরে হলোকাস্টের পর থেকে জার্মানি কতটা এগিয়েছে তাও প্রতিফলিত হয়। তিনি এই চুক্তিকে প্রতিটি ইহুদির জন্য সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার ঘটনা বলে

গ্যালান্ট বলেন, ইসরাইল এবং জার্মানি উভয় দেশের জন্য একটি নিরাপদ ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য আজ হাত মেলাচ্ছে।

সুদানের গণতন্ত্রবিরোধীদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আরোপ

সুদান ঃ যুক্তরাষ্ট্র উত্তর আফ্রিকার দেশ সুদানে অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যাওয়ার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত সুদানের এক রাজনীতিবিদ ও দুটি কোম্পানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ইসলামপন্থী জঙ্গিদের জবাবদিহিতার জন্য ওয়াশিংটনের পক্ষে এটাই সর্বসাম্প্রতিক প্রচেষ্টা। সুদানের সেনাবাহিনী গণতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসকে (আরএসএফ) ভেঙে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টার পর গত এপ্রিল মাসে যুদ্ধ শুরু হয়। আরএসএফ ওমর আল বশিরের অনুগত একটি আধাসামরিক সংগঠন। চার বছর আগে এক গণবিদ্রোহের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল বশিরকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। বৃহস্পতিবারের ঘোষণায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন এক সময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী কার্তির নাম উল্লেখ করেন যিনি আল বশির ক্ষমতা হারাবার পর পর সুদানের ইসলামিক মুভমেন্টের সেক্রেটারি জেনারেল পদে উন্নীত হন। কার্তি বশিরের দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। ২০২১ সালে আরএসএফ এর সামরিক অভ্যুত্থানের পর কার্তির ইসলামপন্থী দল তাদের কিছু ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। ব্লিংকেন সুদানভিত্তিক রাশিয়ার অস্ত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান জিএসকে অ্যাডভান্স কোম্পানি এবং অ্যাভিয়াট্রেড ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, আরএসএফ কে অ্যাভিয়াট্রেড সাহায্য করছে জিএসকেকে সামরিক ড্রোন ও প্রশিক্ষণ দিতে ।

>>>> টুকরো খবর >>

থ্রি সি ভিসা বিধিনিষেধ নীতি যেকোন ব্যক্তির ওপর এই ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারেঃ ব্রায়ান শিলার

ঢাকা ঃ থ্রি সি ভিসা বিধিনিষেধ নীতি গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে ক্ষুণ্ণ করছে এমন যেকোন ব্যক্তির ওপর এই ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মুখপাত্র ব্রায়ান শিলার। যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত ভিসা নীতি উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে কিনা ভয়েস অফ আমেরিকার এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বৃহস্পতিবার (সেপ্টেম্বর ২৮) একথা বলেন। ওদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত ভিসা নীতি উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। বুধবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সিলেট নগরীতে স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সংস্থার ৫০তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফাইনাল পর্বের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান। এর প্রেক্ষিতে ভিসা নিষেধাজ্ঞা যে ব্যক্তি বা পরিবারের উপর আরোপ করা হবে, সেই পরিবারের সদস্য যদি উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থী হয় তাহলে তার জন্যও এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে কিনা ভয়েস অফ আমেরিকার সেই প্রশ্নের জবাবে, শিলার থ্রি সি'র ব্যাখ্যা দেন এইভাবে, থ্রি সি নামক ভিসা বিধিনিষেধ নীতি গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে ক্ষুণ্ণ করছে এমন যেকোন ব্যক্তির ওপর এই ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি হলো যেকোন ব্যক্তি। এমন ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। তিনি আরও বলেন, গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে দুর্বল করে এমন কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ভোট কারচুপি, ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন, জনসাধারণকে সংগঠনের স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত রাখার জন্য সহিংসতার ব্যবহার এবং রাজনৈতিক দল, ভোটার, সুশীল সমাজ বা গণমাধ্যমকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বা তাদের মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখার জন্য পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ। শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার জানান, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বাংলাদেশিদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ম্যাথিউ মিলার বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে বাংলাদেশের লক্ষ্যকে সমর্থন করতেই এ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে, বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিতে আগ্রহীদের সমর্থন করতে যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত অঙ্গীকারের অংশ এটি। ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের পদক্ষেপের মধ্যে, আইন প্রযয়োগকারী সংস্থা, ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যরা রয়েছেন। মিলার বলেন, বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনকে সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র যাতে এটি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার জানান, নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন ব্যক্তি ও তাদের নিকটতম স্বজনরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারেন। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য দায়ী বা জড়িত বলে প্রমাণিত হলে, সেসব ব্যক্তি ভবিষ্যতে এই নীতির অধীনে, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারেন। মিলার জানান, এর মধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা, বিরোধী ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং আইনপ্রযয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা রয়েছেন। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের লক্ষ্যে ভিসা নীতির ঘোষণা দিতে গিয়ে এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেছেন, আজ, আমি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশের লক্ষ্যকে সমর্থন কর্‌া উদ্দেশ্যে অভিবাসন ও জাতীয়তা আইনের ২১২ (এ) (৩) (সি) ('৩সি') ধারার অধীনে একটি নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করছি। এই নীতির অধীনে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করার জন্য দায়ী বা জড়িত বলে মনে করা যেকোনো বাংলাদেশি ব্যক্তির জন্য ভিসা প্রদান সীমিত করবে। এর মধ্যে বর্তমান ও প্রাক্তন বাংলাদেশি কর্মকর্তা, সরকার সমর্থক ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং আইন প্রযয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ এবং নিরাপত্তা পরিষেবার সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র মে মাসের ৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকারকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে এমন কর্মের মধ্যে রয়েছে ভোট কারচুপি, ভোটারদের ভয় দেখানো, সহিংসতার ব্যবহার, জনগণকে তাদের সংগঠনের স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার প্রযয়োগ করা থেকে বিরত রাখা এবং রাজনৈতিক দল, ভোটার, সুশীল সমাজ, বা মিডিয়াকে তাদের মতামত প্রচার থেকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে যেকোনো রকম ব্যবস্থার ব্যবহার। ওই বিবৃতিতে তিনি বলেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব সকলের ভোটার, রাজনৈতিক দল, সরকার, নিরাপত্তা বাহিনী, সুশীল সমাজ এবং মিডিয়ার। বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিতে যারা চায় তাদের সকলকে আমাদের সমর্থন দিতে আমি এই নীতি ঘোষণা করছি।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শনিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
30.09.2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

বাংলাদেশ থেকে 'নকল পোশাক' যাচ্ছে বিশ্ববাজারে, উদ্বিগ্ন আমেরিকা

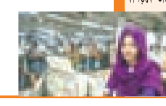

ঢাকা ঃ ঢাকার গুলিস্তানে একটি বহুতল মার্কেট। মার্কেটের ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তলায় গিয়ে দেখা যায়, বিভিন্ন দোকানে থরে থরে সাজানো নানা ধরণের তৈরি পোশাক। যেগুলো আনা হয়েছে বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানা থেকে। ছোটখাটো থেকে বিশ্ব বিখ্যাত আছে সব ধরণের ব্র্যান্ড। গার্মেন্টস খাতে কোন অর্ডার বাতিল হলে কিংবা কোন ত্রুটির কারণে পণ্য রপ্তানি না হলে সেসব পোশাক কমদামে এসব দোকানিরা কিনে নেন এবং পরে স্থানীয় বাজার বিক্রি করেন। প্রচলিত ভাষায় এসব কাপড়কে তারা বলেন 'স্টক লট'। খালেক মণ্ডল নামে একজন দোকানি বলেন, পোশাক কারখানা থেকে এসব কাপড় আনার সময় পোশাকের গায়ে যে ব্র্যান্ডের নাম এবং ট্যাগ থাকে সেগুলো খুলে ফেলা হয়। যেন বোঝা না যায় এগুলো কোন কোম্পানির প্রোডাক্ট। 'স্টক লটের' পোশাক নিয়ম অনুযায়ী কারখানার ভেতরেই ধ্বংস করে ফেলার কথা। কিন্তু সেটা যে হচ্ছে না তার প্রমাণ হলো দেশের বিভিন্ন স্থানে এরকম কাপড়ের রমরমা ব্যবসা। অভিযোগ আছে, অর্ডার বাতিল হওয়া এসব পোশাকের একটা অংশ, যেগুলোর মান ভালো, কেউ কেউ রপ্তানি করে দিচ্ছেন দেশের বাইরে। বিশ্ববিখ্যাত ব্যান্ডগুলো যেটাকে বলছে নকল পণ্য রপ্তানি। সম্প্রতি এটা নিয়ে উদ্বেগও জানানো হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে।

ধর্ষণের শিকার কিশোরীর সাহায্যের আকুতি, ফিরিয়ে দিল সবাই

উজ্জয়ীন (এজেন্সী) ঃ মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়ীন শহরে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনা সামনে এসেছে। এই নির্যাতনের ঘটনা আরও নির্মম হয়ে উঠেছে, কারণ সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে ১২ বছর বয়সী ওই কন্যাশিশুটি রক্তাক্ত এবং অর্ধনগ্ন অবস্থায় নানা লোকের কাছে সহায়তা চাইছে, তবে সবাই তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। একটি আশ্রমের পুরোহিত তাকে দেখতে পেয়ে নিজের জামা খুলে ওই শিশুটিকে দেন এবং তিনিই পুলিশে খবর দেন। পুলিশ বলছে ওই শিশুটির শারীরিক অবস্থা দেখে তাকে ইন্দোরের বড় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেখানে তার সফল অস্ত্রোপচারও হয়েছে।

উজ্জয়ীনের পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট সচিন শর্মা সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, ডাক্তারি পরীক্ষায় শিশুটিকে যে ধর্ষণ করা হয়েছিল, তা নিশ্চিত হওয়া গেছে। তারা পাঁচজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, যদিও ঘটনার তিনদিন পার হয়ে গেলেও কাউকেই এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা যায়নি।

মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম জানিয়েছেন ঘটনার তদন্ত করতে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠন করা হয়েছে।

উজ্জয়ীনের পুলিশ সুপার সচিন শর্মার কথায়, তাদের হাতে এখন দুটি ভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ এসেছে। তার ভিত্তিতেই তদন্ত এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সিসিটিভির ফুটেজে ওই কন্যাশিশুর সঙ্গে যে পাঁচজনকে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে, তাদেরই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। একটি অটোরিকশায় চাপতেও দেখা গিয়েছিল ওই শিশুটিকে। সেই অটো চালককেও জিজ্ঞাসাবাদ করছি আমরা। তার অটোরিকশায় রক্তের দাগ পাওয়া গেছে। তবে অপরাধের সঙ্গে ওই অটো চালকের সংশ্লিষ্টতা এখনও খুঁজে পাইনি আমরা, জানাচ্ছিলেন মি. শর্মা।

পুলিশ বলছে, তাদের হাতে যে দুটি সিসিটিভি ফুটেজ এসেছে তার মধ্যে একটি সোমবার রাত তিনটার সময়কার, অন্যটি কয়েক ঘণ্টা পরের।

প্রথম ফুটেজে ওই শিশুটিকে তার স্কুলের পোষাক পরিধান করা অবস্থায় দেখা গেছে। দ্বিতীয়টিতে তাকে রক্তাক্ত এবং অর্ধনগ্ন অবস্থায় মানুষের কাছে সহায়তা চাইতে দেখা গেছে। এর থেকে পুলিশ ধারণা করছে সোমবার বেশ সকালের দিকেই তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

উজ্জয়ীন শহরের ১৫ কিলোমিটার দূরে বাড়নগর রোডের একটি রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ বুধবার সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ওই ফুটেজ সোমবার, ২৫শে সেপ্টেম্বরের বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ভিডিওতে দেখা যায় যে একটি কন্যা শিশু প্রায় নগ্ন অবস্থায় বিভিন্ন লোকের কাছে সহায়তা চাইছে। একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তির কাছেও সে সহায়তা চায়। কিন্তু তাকে সবাই তাড়িয়ে দিচ্ছিল। তার শরীর থেকে রক্ত ঝরছে, সেটাও বোঝা যাচ্ছিল ওই ভিডিও ফুটেজে।

উজ্জয়ীনের পুলিশ বলছে, রাহুল শর্মা নামে এক আশ্রমের পুরোহিত তাদের ফোন করে বিষয়টি জানান। পরে তারা গিয়ে কন্যাশিশুটিকে উদ্ধার করে। মি. শর্মা স্থানীয় টিভি চ্যানেলগুলিকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন যে তিনি মঙ্গলবার কোনও একটা কাজে বের হচ্ছিলেন, তখনই আশ্রমের সামনে ওই শিশুটিকে দেখেন।

তার শরীরের উর্দ্ধাঙ্গে পোষাক থাকলে নিম্নাঙ্গে কোনও কাপড় ছিল না। রক্ত ঝরছিল, চোখ ফুলে ছিল। আমি প্রথমেই আমার জামা খুলে ওই শিশুটিকে দিই, যা দিয়ে সে নিজের শরীর ঢাকে। মুখ দিয়ে আওয়াজ তো বের হচ্ছিল, কিন্তু কোনও কথা বলতে পারছিল না। আমি বেশ কয়েকবার ১০০ নম্বর ডায়াল করে পুলিশে খবর দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু যোগাযোগ করতে পারিনি। শেষে স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করি, তারা ২০-২৫ মিনিট পরে এসে কন্যাশিশুটিকে নিয়ে যায়, সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন মি. শর্মা।

তিনি আরও বলছিলেন, যতক্ষণ আমি তার পাশে ছিলাম, বারে বারে তার কাছে জানতে চাই ঠিক কী হয়েছে তার সঙ্গে, তার বাড়ির ঠিকানা, বাবা মায়ের নাম - মোবাইল নম্বর জানতে চাই। সে কিছু বলছিল, কিন্তু তার কথা আমি বুঝতে পারিনি। তাকে বারে বারে আশ্বস্ত করছিলাম যে আমি যতক্ষণ আছি, সে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে, কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। সে বোধ হয় আমাকে কিছুটা ভরসা করতে শুরু করেছিল, কারণ যখনই অন্য কোনও ব্যক্তি বা গাড়ি আসছিল, সে আমার আড়ালে আশ্রয় নিচ্ছিল।

বারবার চেয়েও কারও কাছে সাহায্য না পাওয়ার বিষয়টি অবশ্য আংশিক সত্য বলে জানিয়েছেন উজ্জয়ীনের পুলিশ সুপার সচিন শর্মা।

তার কথায়, ফুটেজের একটি অংশে যদিও দেখা গেছে কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে না, তবে পুরো ফুটেজ খতিয়ে দেখা গেছে যে একজন টোলবুথ কর্মী সহ বেশ কয়েকজন তাকে সহায়তা করছেন, তাকে টাকা দিচ্ছেন। পুলিশ ওই কন্যাশিশুটিকে উদ্ধার করার সময়ে তার কাছ থেকে ১২০ টাকা পেয়েছে বলে জানিয়েছেন মি. শর্মা। শিশুটির পরিচয় নিয়ে প্রথমে ধোঁয়াশা থাকলেও এখন পুলিশ বলছে উজ্জয়ীন শহর থেকে প্রায় সাতশ কিলোমিটার দূরে সাতনা জেলায় তার বাড়ি। ঘটনাটি সামনে আসার পরে বৃহস্পতিবার তার চেহারা ঢেকে যে ছবি স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে তার স্কুলের পোষাক বোঝা যাচ্ছিল। সেই স্কুলের পোশাকের ছবি দেখেই শিশুটির পরিবার তাকে শনাক্ত করতে পেরেছে বলে সাতনা পুলিশ জানিয়েছে।

সাতনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শিবেশ সিং বাঘেল সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন যে শিশুটি রবিবার হারিয়ে গিয়েছিল এবং তার পরিবার পুলিশের কাছে নিখোঁজ ডায়েরিও করেছিল। উজ্জয়ীনের ঘটনার পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবি দেখেই কন্যাশিশুটির পরিবার শনাক্ত করতে পারে। তার পরিবারকে নিয়ে সাতনা থেকে পুলিশের একটি দল ইন্দোর রওনা হয়েছে।

কিন্তু অষ্টম শ্রেণীর ওই ছাত্রী কীভাবে বাড়ি ছেড়ে এতদূর গেল, তা এখনও জানাতে পারেনি পুলিশ।

সবচেয়ে বেশি ধর্ষণ মধ্যপ্রদেশে বেশ কয়েক বছর ধরেই ধর্ষণের সংখ্যার দিক থেকে মধ্যপ্রদেশ শীর্ষস্থানে থাকছে। জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরো বা এনসিআরবি সর্বশেষ ২০২১ সালের যে তথ্য গত বছর প্রকাশ করেছিল, তাতে দেখা গেছে নারীদের জন্য মধ্যপ্রদেশেই সবচেয়ে অনিরাপদ রাজ্য। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৬৪৬২টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল সেবছর।

এই ঘটনাগুলির মধ্যে আবার দেখা গেছে অর্ধেকেরও বেশি ধর্ষণের ঘটনার শিকার অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যাশিশুরা।

সংখ্যা দিয়ে বিচার করলে ওই রাজ্যটিতে প্রতিদিন ১৮ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে প্রায় ১০ টিতেই অপ্রাপ্তবয়স্করাই ছিল শিকার।

পাকিস্তানে মিলাদুন্নবী সমাবেশে বিস্ফোরণে নিহত ৫০, আহত অনেকে

বেলুচিস্তান ঃ পাকিস্তানে একটি বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৫০ জন নিহত হয়েছে এবং আরো অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়েছে। বিবিসিকে এ তথ্য জানিয়েছে পুলিশ। শুক্রবার দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বেলুচিস্তান প্রদেশের একটি মসজিদের কাছে এই বিস্ফোরণটি ঘটে। ইসলামের নবীর জন্মদিন উদযাপনের জন্য মসজিদটিতে অনেক মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। পুলিশ ধারণা করছে যে, মাস্টাং শহরে ধর্মীয় এই সমাবেশকে লক্ষ্য করে হয়তো আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ জরুরী অবস্থা জারি করেছে। পুলিশ বলছে, হতাহতদের দুটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মাস্টাং শহরের অন্তত দুই জন পুলিশ কর্মকর্তা নিহতের সংখ্যা বিবিসিকে নিশ্চিত করেছেন।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরফরাজ বাগতি এই বিস্ফোরণকে অত্যন্ত জঘন্য কাজ বলে অভিহিত করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া অনেক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, আহতদের স্থানীয় জনগণ এবং জরুরী উদ্ধারকর্মীরা উদ্ধার করছে। এখনো এই হামলার দায় কোন গোষ্ঠী স্বীকার করেনি। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, পাকিস্তানে আত্মঘাতী বোমা হামলায় কমপক্ষে ৫২ জন নিহত হয়েছে। পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক মুনির আহমেদ রয়টার্সকে বলেন, বোমা হামলাকারী পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্টের গাড়ি লক্ষ্য করে তার বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।

জেলার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আব্দুল রশীদ বলেন, অন্তত ৫৮ জন আহত হয়েছে। এই সংখ্যা আরো বাড়তে পারে কারণ অনেক মানুষের অবস্থা বেশ গুরুতর।

গত বছর সরকার ও তেহরিক-ই-তালিবান-টিটিপি এর সাথে একটি অস্ত্র বিরতি চুক্তি বাতিল হওয়ার পর পাকিস্তানে ইসলামি সন্ত্রাসীদের হামলা আবার বেড়ে গেছে। তবে শুক্রবারের হামলার দায় অস্বীকার করেছে টিটিপি।

বেলুচিস্তানের সরকার প্রদেশটিতে তিন দিনের শোক ঘোষণা করেছে। বেলুচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী মীর আলি মারদান খান দমকি মাস্টাং শহরের এই হামলার নিন্দা জানিয়েছেন। ১২ই রবিউল আওয়ালের মিছিলকে লক্ষ্য করে চালানো এই হামলার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

তার পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এ ধরণের বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডের কোন ক্ষমা নেই এবং যারা একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলকে টার্গেট করেছে তাদেরকে শক্ত হাত দমন করা হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তথ্যমন্ত্রী জন আচাকাজি বলেন, মাস্টাং শহরে বিস্ফোরণের পর কোয়েটার হাসপাতালগুলোতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী, বেলুচিস্তান প্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী, মাস্টাং শহরের উদ্দেশ্যে উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে। গুরুতর আহতদের কোয়েটায় স্থানান্তর করা হচ্ছে।

বেলুচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আলি মারদান দমকি এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন।

তথ্যমন্ত্রীর মতে, শত্রুরা বিদেশি সহায়তার মাধ্যমে বেলুচিস্তানের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং শান্তি ধ্বংস করতে চায়। মাস্টাংয়ের বিস্ফোরণ অগ্রহণযোগ্য।

গত জুলাইতে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের সমাবেশে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ৪০ জনের বেশি নিহত হয়।

পারমাণবিক জ্বালানি কী এবং রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রে কিভাবে ব্যবহার হবে?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের পাবনা জেলার রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য 'ফ্রেশ নিউক্লিয়ার ফুয়েল' বা ইউরেনিয়াম রাশিয়া থেকে রূপপুরে এসে পৌঁছেছে। নিউক্লিয়ার ফুয়েল বা পারমাণবিক জ্বালানি যাতে সতর্কতার সাথে এবং নির্বিঘ্নে পৌঁছাতে পারে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে -পারমাণবিক জ্বালানি আসলে কেমন? এটি কতটা নিরাপদ এবং এর ব্যবস্থাপনা হয় কীভাবে? পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি তেল, গ্যাস ও কয়লার মতো জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে ভিন্ন। এটি মূলত ইউরেনিয়াম ২৩৫ এর সমৃদ্ধ ধাতব পদার্থ।খনির আকরিক থেকে নানা প্রক্রিয়া করে তৈরি করা হয় ইউরেনিয়ামের এই জ্বালানি। পারমাণবিক জ্বালানি শক্তির মূল উপাদান হলো এই ক্ষুদ্র আকৃতির ইউরেনিয়াম পেলেট। এ রকম কয়েকশ পেলেট একটি নিশ্ছিদ্র ধাতব টিউবে ঢোকানো থাকে। এই ধাতব টিউবই ফুয়েল রড হিসেবে পরিচিত।অনেকগুলো ফুয়েল রড একসঙ্গে যুক্তকরে তৈরি হয় ফুয়েল অ্যাসেম্বলি।একটি ফুয়েল এসেম্বলি লম্বায় সাড়ে তিন থেকে সাড়ে চার মিটার পর্যন্ত হয়। আর এ রকম ফুয়েল অ্যাসেম্বলি জ্বালানি হিসেবে রিঅ্যাক্টরে লোড করা হয়। বাংলাদেশে ১২শ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি চুল্লিতে এমন ১৬৩টিফুয়েল এসেম্বলি লোড করা হবে। গ্যাস, কয়লা বা তেল যেভাবে পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় নিউক্লিয়ার ফুয়েল পোড়ানো হয় পারমাণবিক চুল্লিতে ফিশান বিক্রিয়ার মাধ্যমে যেখানে ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াস বিভাজন ঘটে।এর ফলে প্রচুর তাপ শক্তি উৎপন্ন হয়। এই তাপ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পানিকে বাষ্পে পরিণত করে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করে। পারমাণবিক চুল্লিতে এটি একধরনের নিয়ন্ত্রিত চেইন রিয়্যাকশন। ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি থেকে আবার ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি পাওয়া যায় বিধায় অনেকে এই জ্বালানিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসেবেও অভিহিত করেন। তেল গ্যাস বা কয়লার মতো পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি থেকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমনের কোনো সুযোগ নেই। এটিকে নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী ও নির্মল বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তি বলা হয়। তবে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটলে এর থেকে যে ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয়তা ছড়াতে পারে সেটি প্রাণ প্রকৃতির জন্য দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতির কারণ হয়। কারণ এই তেজস্ক্রিয়তা বছরের পর বছর ধরে ক্রিয়াশীল থাকে। নিউক্লিয়ার ফুয়েলের শক্তি অন্যান্য জ্বালানির তুলনায় অনেক গুণ বেশি। এই ক্ষুদ্র আকারের মাত্র সাড়ে চার গ্রাম ওজনের একটি ইউরেনিয়াম পেলেট যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে তার জন্য কয়লা লাগবে ৪শ কেজি , গ্যাস লাগবে ৩৬০ ঘনমিটার। আর ডিজেলের মতো জ্বালানি পোড়াতে হবে সাড়ে তিনশ কেজি। অর্থাৎ এক কেজি নিউক্লিয়ার জ্বালানির সক্ষমতা ৬০ টন জ্বালানি তেল আর ১শ টন কয়লার সমান। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে।তাই নিরাপত্তাই হলো পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সবচেয়ে আলোচিত এবং উদ্বেগের ইস্যু। এ কারণে পারমাণবিক জ্বালানি এমনভাবে তৈরি,সংরক্ষণ, পরিবহন এবং ব্যবহার হয় যাতে এটি থেকে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে না পড়ে। এছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য স্থাপিত নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরের বহু স্তর নিরাপত্তার প্রথম ধাপটি হলো ফুয়েল পেলেট। এই ফুয়েল পেলেট সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হয় । ফলে তেজস্ক্রিয়তা পেলেটের ভেতরেই আবদ্ধ থাকে। এছাড়া দ্বিতীয় ধাপে এই পেলেট জিরকোনিয়াম অ্যালয়ের তৈরি আস্তরণ দ্বারা মোড়ানো থাকে। কোনো কারণে তেজস্ক্রিয়তা ফুয়েল পেলেট থেকে বের হলেও আস্তরণ ভেদ করতে পারে না। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহৃত নিউক্লিয়ার ফুয়েল থেকে তেজস্ক্রিয়তা ছড়ানোর ঝুঁকি থাকে। তাই বিশেষ পদ্ধতিতে এটি পরিবেশ ও মানুষের নাগালের বাইরে রাখতে হয়। আন্তর্জাতিক গাইডলাইন অনুযায়ী প্রতিটি পারমানবিক চুল্লীতে ব্যবহৃত ফুয়েল রডগুলো নিরাপদে সংরক্ষণ করার নিশ্চয়তা দিতে হয়। ইউরেনিয়াম জ্বালানির তেজস্ক্রিয়তা যাতে কোনো অবস্থাতেই পরিবেশে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্য শুরু থেকেই বাংলাদেশ নিরাপত্তার দিকটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে বলেই দাবি করে আসছে। বাংলাদেশ উচ্চমানের নিউক্লিয়ার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করেছে। চুক্তি মোতাবেক উচ্চমানের নিউক্লিয়ার জ্বালানি বর্জ্য অর্থাৎ স্পেন্ট ফুয়েল বাংলাদেশ থেকে রাশিয়া ফিরিয়ে নেবে। রুশ কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তার স্বার্থে স্পেন্ট ফুয়েল রিপ্রসেস করার পর চূড়ান্ত পর্যায়ে উচ্চমানের তেজস্ক্রিয় বর্জ্য জনমানবশূন্য এলাকায় মাটির৪০০ মিটার গভীরে পুতে ফেলা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় সৌদি-ইসরাইলের সম্ভাব্য স্বাভাবিকীকরণ নিয়ে পর্যবেক্ষকদের উদ্বেগ

ইসরাইল (এজেন্সী) ঃ বাইডেন প্রশাসন যখন সম্ভাব্য ঐতিহাসিক ইসরাইল-সৌদি আরব স্বাভাবিকীকরণ চুক্তিটি এগিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে তখন পর্যবেক্ষকরা চুক্তিটি বাস্তবায়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্র যদি খুব বেশি প্রতিশ্রুতি দেয় তাতেও কিছু সমস্যা দেখছেন। বাইডেন প্রশাসন ঐতিহাসিকভাবে শত্রুতার সম্পর্ককে স্বাভাবিক করতে সক্ষম হবে এমন একটি প্যাকেজ নিয়ে সৌদি আরব ও ইসরাইলের সঙ্গে চুক্তি এবং কি কি বিষয়ে ছাড় দেওয়া হবে তা নিয়ে কাজ করছে। ওয়াশিংটন বলছে, এ ধরনের একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য এখনও অনেক আলোচনা বাকি রয়ে গেছে। তবে ওয়াশিংটনের উইলসন সেন্টারের বিশ্লেষক ডেভিড অটোয়ে ইতোমধ্যে সম্ভাব্য চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। উইলসন সেন্টারের ভিউপয়েন্ট সিরিজের সিনিয়ার উইলসন স্কলার বলেন, ইসরাইলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিনিময়ে সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চায়। ওয়াশিংটন ইতোমধ্যে ১৪হাজার কোটি ডলার সামরিক সহায়তা প্রদান করেছে এবং সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান নিরাপত্তা অংশীদার আর সে কারণে অটোয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে সৌদিরা এখন কেন এই ধরণের চুক্তি করতে চায়।

ওয়াশিংটনভিত্তিক কুইন্সি ইন্সটিটিউটের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ত্রিতা পার্সির মত আরও বিশ্লেষক বলছেন, সৌদি আরব কেবলমাত্র নিরাপত্তার নিশ্চয়তাই চায় না তারা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পর্কিত সহায়তাও চাইছে।

তিনি ইনস্টিটিউটের অনলাইন ফোরামে প্রশ্ন রেখেছেন, এটা কি তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু করতে পারে?

ভার্জিনিয়া রাজ্যের জর্জ ম্যাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয়ক পরিচালক এলেন লাইপসন বলেন, বাইডেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে কূটনীতিকে তিনি কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছেন। তবে ইসরাইল বা সৌদি আরব কেউই কোনো চুক্তিতে শর্তযুক্ত করতে চায় না। লাইপসন বলেন, ইসরাইল ও সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে নতুন প্রতিশ্রুতি পেয়ে পুরোপুরি খুশি হতে পারে তবে তা রাশিয়া ও চীনের প্রতি তাদের নীতিকে খুব বেশি প্রভাবিত করবে না। তারা তাদের পদক্ষেপস্বাধীনভাবে নেওয়ার উপরেও জোর দেবে।

পর্যবেক্ষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র যদি সৌদি আরবকে পারমাণবিক কর্মসূচিতে সহায়তা করে তাহলে তা যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত করবে এবং সৌদি আরব ও তার শত্রু ইরান উভয়ই পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করার উদ্বেগকে বাড়িয়ে তুলতে পারে।